ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■8 April, 2024 ■আগরতলা ৮ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■২৫ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

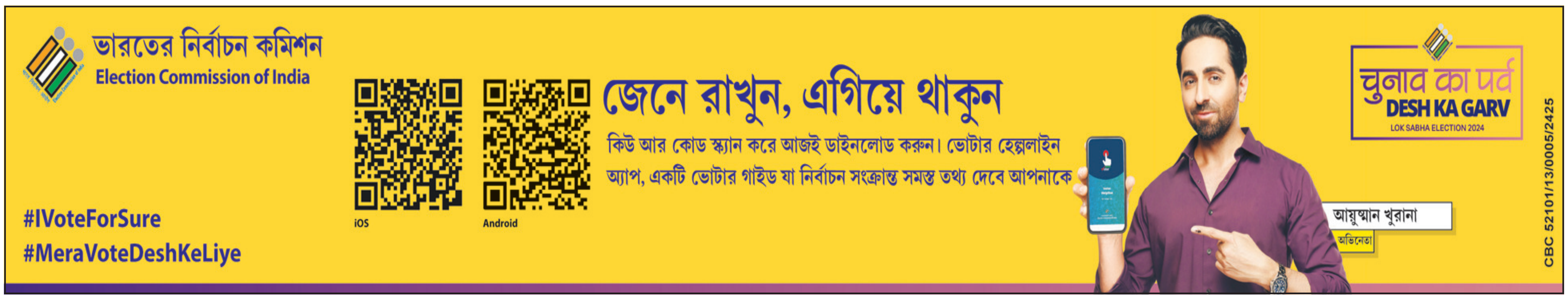

খয়েরপুর জনসভা থেকে বিপ্লব দেবের প্রশ্ন

সিপিএম ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা, এখন আপনি কত নম্বর বাচ্চা, মানিকবাবু ?

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। সিপিএম ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা। এখন মানিকবাবু আপনি ছাগলের কত নম্বর বাচ্চা? রবিবার খয়েরপুর মন্ডল এর উদ্যোগে পল্লীমঙ্গল স্কুল মাঠে আয়োজিত জনসভায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের উদ্দেশ্যে এভাবেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম এবং কংগ্রেস যখন আঁতাত হয়েছিল তখন মানিক সরকার ত্রিপুরায় এসে বলেছিল কমিউনিস্টরা ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা। তাহলে মানিকবাবু এখন আপনি কত নম্বরে আছেন? এদিন এভাবেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে আক্রমণ করেছেন তিনি।

তিনি বলেন, ২০১৭ সালে কমিউনিস্টরা বলতো তারা ১০০ বছর ক্ষমতায় টিকে থাকবে, কিন্তু ২০১৮ সালের মোদী ঝড়ে ত্রিপুরা থেকে তারা খড়কুটোর মতো উড়ে গেছে। বর্তমানে অস্তিত্ব সংকটে ভুগছেন তারা।

তিনি আরো বলেন, জিতেন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের সাথে জোট, কমিউনিস্ট পার্টিকে এবার কবরে নিয়ে যাবে। মেলারমাঠ পার্টি অফিসটি পর্যন্ত বিক্রি করিয়ে ছাড়বেন তিনি। স্বচ্ছ ছবি ও রাজনৈতিক নীতি আদর্শের কথা বলে যে কংগ্রেসিদের বিরুদ্ধে রাজনীতি করে মানিক সরকার দীর্ঘ কুড়ি বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, অবশেষে চাপের মুখে তিনিও কংগ্রেসের জন্য ভোট চাইতে বাধ্য হলেন। গোটা রাজনৈতিক জীবনে কংগ্রেসের কালো হাত গুঁড়িয়ে দেওয়ার স্লোগান দিয়ে রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষায়, এখন হাতই শেষ সম্বল কমিউনিস্টদের ন নির্বাচনী সভাতে এদিন বাম ও কংগ্রেসকে এভাবেই আক্রমণ করেছেন তিনি।

তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট উভয়ের সময়েই রাজনৈতিক সন্ত্রাসে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। আর এখন সবকিছু ভুলে গিয়ে একে অপরের হাত ধরে চলছেন। তাদের মদতেই ত্রিপুরাতে সন্ত্রাসবাদের জন্ম। ত্রিপুরায় উন্নয়ন বঞ্চিত মানুষ প্রায় ২০০৫ সাল পর্যন্ত এর অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এদিন কমিউনিস্ট কংগ্রেস জোটকে একটিও ভোট না দেওয়ার আহবান জানালেন বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, প্রকাশ্যে রাজনৈতিক বিরোধের অন্তরালে তাদের মধ্যে ছিল চির মিত্রতা। তারা ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক স্বার্থ আদায় করেছেন কিন্তু উপেক্ষিত হয়েছে ত্রিপুরার মানুষের ভাগ্য। তাই এই বিভ্রান্তকারী বিরোধী ও শুভ জোটকে একটিও ভোট নয়। তাদের সন্ত্রাসের ফলে বীরচন্দ্র মনুতে যে মানুষের খুন হয়েছে, এখন তাদের উচিত সেখানে গিয়ে মাথা মুন্ডন করে সেই পরিবারগুলোর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

এদিন একটি সুসজ্জিত বাইক র‍্যালি রেশম- ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বনমালীপুর যুব মোর্চার বাইক র‍্যালিতে বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। বনমালীপুর যুব মোর্চার উদ্যোগে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপির প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে আজ এক বাইক রেলি সংঘটিত হয়। রেলিটি এম বি বি কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয় শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য কার্য কর্তারা।

বিপ্লব কুমার দেবের হয়ে প্রচার তেজী করছেন আগরতলা পুর নিগমের ২০ নাম্বার ওয়ার্ডের কর্পোরেট প্রত্নতত্ত্ব সহ বিজেপি রাজ্য সহ-সম্পাদক রতন ঘোষ সহ অন্যান্যরা এদিন শান্তি পাড়া এলাকায় বাড়ি বাড়ি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ভোট চাইছেন নেতৃত্বরা

মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিজেপি'র জয় নিশ্চিত করুন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। আসন্ন এই নির্বাচনে কোন দল ক্ষমতায় আসবে সেটার উপর দেশ কোনদিকে এগিয়ে যাবে সেটা নির্ধারিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আবারো এনডিএ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা রাখছি।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে রবিবার গাবর্দি এলাকায় আয়োজিত এক সুবিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য ত্রিপুরার জনজাতিদের শোষণ করেছে সিপিএম এবং কংগ্রেস। তারা কখনো মানুষের কল্যাণে চিন্তা করেনি। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি এমন একটা পার্টি যারা সবসময় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অস্ত্রের আঘাতে আহত বিজেপি কর্মী অভিযোগ শরিক দল মথার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। শাসক শরিক দলের মধ্যে মতভেদের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা মান্দাই বিধানসভা কেন্দ্রের কাঠেরাম এডিসি পাড়ায়। দুষ্কৃতীদের হামলায় বিজেপির দুই স্থানীয় নেতাকর্মী আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এদিকে এই ঘটনায় তিপ্রা মথাকেই দায়ী করেছেন নেতৃত্বরা।

নির্বাচনের মুখে তিপরা মথার হামলায় গুরুতর আহত হলেন শাসক দল বিজেপির দুই স্থানীয় নেতা। মথার ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত দুই বিজেপি কর্মী জিরানীয়া হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। এই অভিযোগ করেছেন খোদ মান্দাই মন্ডলের বিজেপি সভাপতি অজিত দেববর্মা।

অজিত বাবু বলেন, পূর্বসূচী অনুযায়ী সেখানে একটি দলীয় অনুষ্ঠান ছিল। সিপিআইএম এবং কংগ্রেস ছেড়ে কয়েকজন বিজেপিতে যোগদান করেন। অনুষ্ঠান শেষের পর বিজেপির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আশীষের নির্বাচনী সভায় প্রশ্ন মানিক সরকারের

নতুন প্রতিশ্রুতি না দিয়ে আগের প্রতিশ্রুতি কতটুকু পূরণ হল, বলুক বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার কতটুকু পূরণ হলো? রবিবার ইন্ডিয়া জোটের মনোনীত প্রার্থী আশীষ কুমার সাহার হয়ে নতুন নগর স্কুল মাঠে নির্বাচনী জনসভায় প্রশ্ন তুলে ধরলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

তিনি বলেন, দশ বছর ধরে বিজেপি সরকার দেশ শাসন করছে।

২০১৪ সালে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ক্ষমতায় বসেছিল, ২০১৯ সালের মধ্যে তার কতটুকু পূরণ হয়েছে। ২০১৯ সালে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিজেপি সরকার কতটুকু পূরণ করতে পেরেছে। তিনি আরো বলেন,পূর্বের যে সকল প্রতিশ্রুতিগুলির পূরণ হয়নি সেগুলি কেন পূরণ হলো না সে ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন জনগণের নিকট। কি পন্থা, কি পথ অবলম্বন করে সেগুলো পূরণ করা হবে সেগুলিও জনগণের কাছে তুলে ধরা তাদের প্রধান, মৌলিক এবং নৈতিক দায়িত্ব।

তিনি বলেন যারা ১০ বছর ধরে দেশ শাসন করছেন তাদের নতুন প্রতিশ্রুতির ডালি না নিয়ে গিয়ে পুরনো প্রতিশ্রুতির কতটুকু পূরণ করেছেন সেই বিষয়ে জনগণকে অবগত করা প্রয়োজন। না হলে নির্বাচকমণ্ডলী চোখ কান নাক বন্ধ করে বিজেপির প্রতিশ্রুতির কোলে ঢলে পড়বে এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই।

তিনি শাসক দলের উদ্দেশ্যে দিন বলেন, এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বেশ কয়েকবার রাজ্যে এসেছেন। ২০১৪ সালে তারা যুবদের চাকুরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই দু কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতির অর্ধেকও সম্পূর্ণ করতে পারেনি। এদিনের আয়োজিত জনসভায় উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা সহ একাধিক বাম নেতৃত্বরা।

বিশালগড়ে বোমা আতঙ্ক !

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ এপ্রিল।। বোমা জাতীয় দ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায় রবিবার দুপুরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় বিশালগড়ে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রবিবার বিকেলে বিশালগড় অফিসটিলা নতুন টাউন হলে বোমা জাতীয় একটি দ্রব্য দেখতে পায় স্থানীয়রা। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানার পুলিশকে।

পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ওই বস্তুটিকে উদ্ধার করে জলে ভিজিয়ে রাখে।

পুলিশ জানায় প্রাথমিক ধারণা বলের মধ্যে পাটের দড়ি দিয়ে মোড়ানো কোন একটি সামগ্রী হবে। তবে এটি থানায় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে বলে জানায়। এদিনের ঘটনায় এলাকায় বোমা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পুলিশ প্রশাসন ও আধা সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে রয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কোন ধরনের বিভ্রান্তমূলক বিষয়ে কর্ণপাত না করার জন্য আহ্বান জানায় প্রশাসন।

বিরোধীদের অপরাধনামা প্রকাশ করল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। সিপিআইএম এবং কংগ্রেসকে অশুভ জোট হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের অপরাধনামা প্রকাশ করল প্রদেশ বিজেপি। রবিবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে কংগ্রেস এবং সিপিএম এর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে তাদের অশুভ জোট হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য। এদিন তিনি বলেন কংগ্রেস বিভাজনের রাজনীতি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে এদিনের এই অপরাধনামা প্রকাশ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য আরো বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ সময় কংগ্রেস দল ভারতের শাসন ক্ষমতায় ছিল। আর এই সময় কালে সবথেকে বেশি উপেক্ষিত হয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চল। বিভাজনের রাজনীতি করে কংগ্রেস উত্তর পূর্বাঞ্চল কে বারবার রক্তাক্ত করে তুলেছে। আসাম,মনিপুর ,সিকিম সহ গোটা উত্তর - পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে আছে কংগ্রেসের নাম।

তিনি বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার দেশের কাছে এক আদর্শবান, নীতিবান পুরুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি এখন হাত চিহ্নে ভোট চেয়ে রাস্তায় নামছেন। এর থেকে দুর্ভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না। এ দিন রাজ্যের বর্তমান প্রেক্ষাপট তুলে ধরে প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য বলেন ২০১৮ সালের পর থেকে রাজ্যে রাজনৈতিক খুন হয়নি। কিন্তু কমিউনিস্টদের আমলে, কংগ্রেসের আমলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৭৯ ▫ ৮ এপ্রিল ২০২৪ ইং ▫ ২৫ চৈত্র ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সুস্বাস্থ্যে মনোযোগী হইতে হইবে

সবাই ভীষণ ব্যস্ত। ব্যস্ত কারণ আমরা সকলেই বেশি বেশি উপার্জন করিয়া ভীষণ ভালো থাকিতে চাই। এই করিতে গিয়া একসময় আমরা সামাজিক সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলি। আরও বড় জটিলতা হইল, ব্যস্ততার বাইরে, রোজকার কাজের বাইরে যেটুকু সময় থাকে, সেই সময়টাতেও আমরা তাতণিক আনন্দ লাভের জন্য মাথা গলাইয়া দিই সোশ্যাল মিডিয়ার ছত্রছায়ায়। অল্প সময়ের জন্য সন্তুষ্টি হয়তো লাভ হয়, তবে হৃদয়ের নিকটে থাকা মানুষগুলি শরীরের কাছে থাকিলেও কখন যেন তাহাদের সঙ্গে 'দূরত্ব বাড়ে, যোগাযোগ নিভে যায়।' অথচ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের সঙ্গই তাহার মূল আনন্দের উৎস। সামাজিক যোগাযোগের অভাবে একসময় তাই কমিয়া আসে আনন্দ। তাই সামনে থেকে দেখা যাইবে, ছোঁয়া যাইবে এমন আত্মীয়স্বজন, বন্ধবান্ধবের সঙ্গে দেখা করা, সময় কাটানোর মতো কাজ যদি আমরা বন্ধ করিয়া দিই তাহা হইলে ভালো থাকিবার সত্যিকারের বোধটাই মিলিবে না! অতএব বন্ধুবান্ধব এরসঙ্গে মিলিয়া বেড়াইতে যান। ঘুরিঢয়া আসুন। আনন্দ করুন। মন থেকে দূর করুন সমস্ত রকম নেতিবাচকতা।

নেতিবাচক চিন্তার আবার তিনটি ভাগ নিজের সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা। পরিবেশ নিয়া নেতিবাচক চিন্তা। ভবিষ্যত নিয়া নেতিবাচক চিন্তা।

নিজের সম্পর্কে যখন কোনও ব্যক্তি হীনমন্যতায় ভোগেন তখন তিনি জীবনে নানা দিক দিয়া সফল হওয়ার পরেও কোনও একটি ব্যর্থতাকেই তিনি বড় করিয়া দেখিতে থাকেন। আসলে সোশ্যাল মিডিয়ার মিথ্যে প্রচারের যুগে এই অবসাদের অন্ধকূপে আছড়ে পড়িবার ভুল আমরা বার বার করি। তাহা কেমন? তিনজনের মধ্যে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হইল! সন্তান তৃতীয় স্থান দখল করিয়াছে! তাহাতে কী? সামাজিক মাধ্যমে বাবা-মা খুব করিয়া প্রচার করিলেন ' মাই চাইল্ড সিকিওরড দি পজিশন অফ সেকেন্ড রানার আপ ইন দ্য সিট অ্যান্ড ড্র কমপিটিশন!' সঙ্গে সঙ্গে পাইয়া গেলেন একশোটি লাইক, দুশোটি কমেন্ট, তিনশোটি শেয়ার। তাই দেখিয়া আর এক বাবা তাঁহার সন্তানকে অযথা বকা দিলেন। অতএব বোঝাই যাইতেছে এই মেকি ও কৃত্রিম সামাজিক মাধ্যম পরিবৃত অবস্থায় আমরা যখন থাকি, তখন অন্যের সাফল্য দর্শনে আমরা পরশ্রীকাতর হই ও ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া নিজের অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া যাই। ক্রমশ তৈরি হইতে থাকে অবসাদ। সুতরাং প্রথমেই দূর করুন অন্তরের হীনমন্যতা। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নিয়াও হইতে হইবে ইতিবাচক। কেউ সাহায্য করিল না মানেই সবাই ভালো আছে, শুধু আমিই অন্ধকারে রহিয়ছি! এই ভাবনা বাদ দিয়া নিজের দিকে তাকান। অতীতে কী কী কাজ সফলভাবে করিয়াছেন, আগামীতেও কী কী করিতে পারেন তাহা বোঝার চেষ্টা করুন। দেখিবেন ইতিবাচক কিছু না কিছু খুঁজিয়া পাইতেছেন।

নেতিবাচক ভাবনা আসে ভবিষ্যত নিয়াও। মুহূর্তের ব্যর্থতা মানিয়া নিতে কষ্ট হয়। নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন অনেকে। অফিস কর্মী ভাবেন চাকরি গেল! ছাত্রছাত্রীরা ভাবে পরীক্ষার ফলাফলে ব্যর্থতা কিংবা প্রেমজ সম্পর্কে ইতি মানে জীবনটাই বৃথা! এই নেতিবাচকতার সঙ্গে লড়িতে দরকার ব্যালেন্সের। তাহা গড়িয়া তোলা যায় প্রতিদিন বাবা-মা, সন্তান, প্রিয়জনের সঙ্গে মনের কথা বলিয়া, তাহাদের সঙ্গে সময় কাটাইয়া। এছাড়া করিতে হইবে অন্তত আধঘন্টা এক্সারসাইজ! তাহাতে ধৈর্য বাড়িবে।

কোথাও বেড়াইতে গিয়া আমরা তাড়াহুড়ো করিতে ভুলিয়া যাই, সময় দিই প্রকৃতিকে, অকিঞ্চিত ঘাসফুলও তখন যেমন মায়াময় মনে হয় ঠিক তেমনভাবে উপভোগ করিতে হইবে বর্তমান জীবনকে। ক্ষুদ্র সুন্দর বিষয়গুলির প্রতি তাই দৃকপাত করুন। তখন আর কোনও ফোন নয়, টেলিভিশন নয়, শরীর ও মনের কাছাকাছি থাকিবে কেবল দু'টি মন বা পরিবার। মন পূর্ণ হইয়া থাকিবে ইতিবাচক ভাবনায়।

ইভিএম, ইডি, সিবিআই ও ইনকাম ট্যাক্স প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরিবার : রেভন্থ রেড্ডি

রংগারেড্ডি, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : ইভিএম, ইডি, সিবিআই ও ইনকাম ট্যাক্স প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরিবার, রবিবার জনসভা থেকে এই ভাষাতেই মোদীকে আক্রমণ করেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভন্থ রেড্ডি। তিনি এদিন তেলেঙ্গানার রংগারেড্ডিতে জনসভায় ভাষণে একথা বলেন।

রংগারেড্ডিতে এদিন ''জন যাত্রা সভা'' চলাকালীন কংগ্রেসের ইস্তেহার প্রকাশের সময় তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভান্থ রেড্ডি বলেছেন, 'কংগ্রেস একটি পরিবার। আমি রাহুল গান্ধীকে বলতে চাই যে আসন্ন নির্বাচনে একটি নয়, দুটি পরিবারের মধ্যে যুদ্ধ হবে। একটি পরিবার প্রধানমন্ত্রী মোদীর এবং অন্যটি গান্ধী পরিবার। প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরিবার হল ইভিএম, ইডি, সিবিআই ও ইনকাম ট্যাক্স অন্যদিকে আমাদের পরিবারের মধ্যে আছেন রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী ও রাজীব গান্ধী। আমাদের পরিবারে শহীদ ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী রয়েছেন, যিনি প্রধানমন্ত্রীর আসন সোনিয়া গান্ধীকে উৎসর্গ করেছিলেন। এঁনারা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, লক্ষ লক্ষ কংগ্রেস কর্মী আমাদের পরিবার। আমরা দেখব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিবার নাকি আমাদের পরিবার কোন পরিবার এই নির্বাচনে জেতে। রেভন্থ রেড্ডি এদিন জোর দিয়ে বলেন, আমরা ইভিএম, ইডি, সিবিআই-এর বিরুদ্ধে লড়াই করব, প্রয়োজনে এই লড়াইয়ে আমরা আত্মত্যাগ করব।

ব্রাইটনকে উড়িয়ে শীর্ষে ফিরল আর্সেনাল

লন্ডন, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : ম্যাচে আধিপত্য বিস্তার করে দুই অর্ধে ৩টি গোল করে আর্সেনাল ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নকে অনায়াসে হারিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে এল। প্রতিপক্ষের মাঠে শনিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতল আর্সেনাল। গোলগুলি করেন বুকায়ো সাকা, কাই হাভার্টজ ও লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড। ৩১ ম্যাচে ২২ জয় ও ৫ ড্রয়ে আর্সেনালের পয়েন্ট ৭১। ৭০ পয়েন্ট করে নিয়ে লিভারপুল দুইয়ে ও ম্যানচেস্টার সিটি তিনে নেমে গেছে। লিভারপুল অবশ্য একটি ম্যাচ কম খেলেছে। আর ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে ১০ নম্বরে আছে ব্রাইটন। আর্সোনালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ মঙ্গলবার। ম্যাচের আগে এই ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাস বাড়াল আর্সেনাল। আগামী মঙ্গলবার কোয়ার্টার-ফাইনালে প্রথম লেগে ঘরের মাঠে তারা বায়ার্ন মিউনিখের মুখোমুখি হবে।

শতবর্ষ আগের এক ভয়ংকর যুদ্ধ

এ কে এম শাহনাওয়াজ

প্রথমে তার সংগ্রাম ছিল নিজের সঙ্গে। একা অসহায় মানুষ। নিজে কিছু উতাদন করতে পারত না। ক্ষুধা মেটানোর জন্য গাছের ফল পেড়ে খেত। পাখি, খরগোশের মতো ছোট ছোট প্রাণী ফাঁদ পেতে ধরত বা পাথর ছুড়ে মারত। এসবই ছিল তার খাদ্য। দিনে দিনে মানুষের সংখ্যা বাড়ে। তারা দলবদ্ধ হয়। নানা রকম পাথুরে অস্ত্র বানিয়ে শিকার করে বড় বড় পশু। এর মধ্যে আগুনের আবিষ্কার করে আদিকালের মানুষ। আগুনের যে শক্তি আছে, তা অনুভব করে। আগে একা একা মাটির গর্তে বা গাছের ডালে রাত কাটাত। এখন বড় দল পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় খোঁজে। বেশির ভাগ গুহা এর মধ্যে দখল করে রেখেছে হিংস্র পশু। এখন টিকে থাকার সংগ্রামে পশুদের তাড়িয়ে গুহা দখল করতে হবে। এ সময় আগুনের শক্তিকে কাজে লাগায়। আগুনের মশাল জ্বালিয়ে ছুড়ে দেয় গুহাতে। হিংস্র পশু পালিয়ে যায় গুহা থেকে। মানুষ দখল করে নেয় সেই গুহা। যুদ্ধের ইতিহাস এভাবেই তৈরি হয়। কখনো শিকারের অধিকার নিয়ে একদল মানুষ আরেক দলের সঙ্গে যুদ্ধ করত। কখনো যুদ্ধ করত দলের অধিপতি হওয়ার জন্য। এভাবে বেঁচে থাকার জন্যটিকে থাকার জন্য আদিকাল থেকেই মানুষকে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

সভ্যতার যুগে এসে যুদ্ধের ইতিহাস আরও বড় হয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পৃথিবীতে। অনেক তাক লাগানো আবিষ্কার ও উদ্ভাবন হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের রাজা ও সম্রাটদের মনে কাজ করত রাজ্য জয়ের নেশা। ফলে রাজ্যের সীমা বাড়াতে অথবা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে আয়োজন করত যুদ্ধের। এভাবে অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে পৃথিবীর নানা দেশে।

আধুনিক বিশ্বে যুদ্ধের প্রয়োজন ও আয়োজন কিছুটা ভিন্ন হয়ে যায়। এই পর্বে ধীরে ধীরে যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে রাজ্য থেকে সাম্রাজ্য গড়ার ধারণা পাল্টে যেতে থাকে। এ যুগে বিশ্বের বড় বড় শক্তিশালী দেশ নানা দেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। প্রভাব বিস্তার করে এরা নানা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা পেতে চায়। বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্র একের পর এক মারাত্মক অস্ত্র তৈরি করছে। এমন অনেক রাষ্ট্র একে অপরের শত্রুও হচ্ছে প্রতিদিন। নিজেদের শক্তি বাড়াতে নিজ নিজ পক্ষে বাড়াচ্ছে বন্ধুরাষ্ট্র। এভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র নানা উপলক্ষ নিয়ে একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিপন্ন হচ্ছে মানুষ। অনেক সময় জোটবদ্ধ হয়ে পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র দুই ভাগ হয়ে যায়। এভাবে অনেকগুলো রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত বৃহৎ পক্ষগুলো যদি একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন এমন যুদ্ধকে আমরা বলি বিশ্বযুদ্ধ। তেমন যুদ্ধ যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে, তা একটু ভাবলেই বোঝা যাবে।

এমন দুটো ভয়ংকর আর মর্মান্তিক বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হয়েছে বিশ্ববাসীর। যে যুদ্ধের পরিণতিতে লাখ লাখ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। পঙ্গু হয়েছে বহু লাখ মানুষ। ধ্বংস হয়ে গেছে অনেক নগর। যুদ্ধের কারণেই পৃথিবীর অনেক দেশ একে অপরের শত্রু হয়ে যায়। অর্থনৈতিকভাবে দারুণ ক্ষতির শিকার হয় বিভিন্ন দেশ। কষ্ট পায় সাধারণ মানুষ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে ১৯১৪ সালের ২২ আগস্ট। যুদ্ধের সূত্রে পৃথিবীর বড় রাষ্ট্রগুলো দুই পক্ষে ভাগ হয়ে যায়। একে অপরকে হারানোর জন্য ব্যবহার করতে থাকে মারাত্মক সব অস্ত্র। এক দিন দুই দিন নয়, টানা চার বছর চলতে থাকে এই ভয়ংকর যুদ্ধ। ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর অবসান ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। ক্যাল্লোরের হিসাবে এই নভেম্বরে শত বছর পার হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। তাই আজ এই বিশাল পৃথিবীর অধিবাসী হিসেবে আমরা একটু ফিরে তাকাতে চাই। বুঝতে চাই যুদ্ধপাগল কিছুসংখ্যক মানুষ কেন উন্মাদ হয়েছিল ভয়ংকর খেলায়।

আসলে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার একটি প্রত্যক্ষ কারণ হয়তো ছিল। তবে সেটি একমাত্র কারণ নয় অমন ভয়ংকর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার। ছোট-বড় আরও অনেক কারণ হয়তো ইন্ধন দিয়েছে যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

একটি হত্যাকাণ্ডকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে ধরা হয়। এ সময় বসনিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলছিল। ১৯১৪ সালের ২৮ জুন অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরির ভবিষ্যৎ রাজা ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দ ও তাঁর স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করে আন্দোলনকারীরা। এ ঘটনার পরই বড় দেশগুলো দুই পক্ষ হয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে যায়। আসলে এর পেছনে অনেক রাষ্ট্রেরই নানা ক্ষেত্রে ক্ষোভ এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা রকম সুবিধা লাভের হিসাব ছিল। প্রথম যুদ্ধ শুরু হয় দুই দেশের মধ্যে। একদিকে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি আর অন্যদিকে সার্বিয়া। ধীরে ধীরে দুই পক্ষের সমর্থনে মোট ৩২টি দেশ জড়িয়ে যায়। মিত্র পক্ষে উল্লেখযোগ্য দেশ ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালি ও যুক্তরাষ্ট্র আর অন্য পক্ষে ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, অটোমান সাম্রাজ্য ও বুলগেরিয়া। এসব অনেক দেশের সঙ্গেই আগে থেকে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিল। এবার সুযোগ বুঝে এরা দুই পক্ষ হয়ে যায়। প্রথমে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর পর জার্মানি রাশিয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯১৭ সালে এসে যুদ্ধ আরও ভয়ংকর রূপ নেয়। এ বছর ৬ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এক দেশের বোমারু বিমান আরেক দেশে বোমা ফেলে। সমুদ্রে এক দেশের জাহাজ ডুবিয়ে দেয় অন্য দেশের ছোড়া টর্পেডো। মারা যেতে থাকে অসংখ্য মানুষ। অনেক দেশের অর্থসম্পদ ধ্বংস হতে থাকে।

চার বছর যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধরত দেশগুলো দিনে দিনে মারাত্মক সব অস্ত্র তৈরি ও ব্যবহার করতে থাকে। সাগরে, আকাশে ও স্থলে যুদ্ধ করার মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা যেন লেগে যায়। যুদ্ধের আগে থেকেই ব্রিটিশ নৌবাহিনীর বেশ খ্যাতি ছিল। সমুদ্রে দাপিয়ে বেড়াত ব্রিটিশ নৌবাহিনীর ক্রুজার, ক্রেসি, হগ এমনি নানা ধরনের যুদ্ধজাহাজ। ব্রিটিশ নৌবহরকে মোকাবিলার জন্য জার্মানি তৈরি করে ইউবোট। এটি একধরনের সাবমেরিন। পৃথিবীতে প্রথমবারের মতো সাবমেরিন যুদ্ধ বলা যায় জার্মান ইউবোটগুলোই শুরু করে। বিশ্বযুদ্ধ শুরুর প্রথম পর্যায়েই ১০টি জার্মান ইউবোট ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির ওপর আক্রমণ করে। সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে ইউবোট থেকে ছোড়া টর্পেডোর আঘাতে ব্রিটিশ ক্রুজার 'পাথফাইন্ডার' ডুবে যায়। এতে ২৫৯ জন ক্রুর সবাই মারা যান। এরপর আরও ইউবোট আক্রমণ হয়। ডুবে যায় অনেক ব্রিটিশ জাহাজ। এসব আক্রমণে প্রাণ হারান প্রায় দুই সহস্র ব্রিটিশ নাবিক।

আকাশযুদ্ধের মহড়াও চলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। তখনো এ সময়ের মতো অতসব নানা নামের ও ক্ষমতার যুদ্ধবিমান তৈরি হয়নি। ব্রিটিশ বিমান বহরের শৈশবও কাটেনি তখন। ১৯১৫ সালে জার্মান উদ্ভাবন করে ফেলে 'ফকার' নামে অধিক শক্তিশালী যুদ্ধবিমান। এই বিমান মিত্রবাহিনীর অনেক ক্ষতি করেছিল। ১৯১৭ সালে ভয়াবহ রূপ লাভ করে আকাশযুদ্ধ। এ সময় ধ্বংস হয় ব্রিটিশ বিমানবহরের ২৪৫টি বিমান। জার্মান হারায় তাদের ৬৬টির মতো বিমান। বর্তমান সময়ে স্থল যুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর যুদ্ধযান ট্যাংক। এই ট্যাংক প্রথম ব্যবহৃত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। যুদ্ধে ব্রিটিশরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর এবার নতুন চিন্তা করে। ভাবে, কী করে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে শত্রুর অঞ্চলে প্রবেশ করা যায় আর শত্রুপক্ষের মেশিনগানের গুলি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এই চিন্তা থেকেই তৈরি হয় ট্যাংক। প্রথম তৈরি ট্যাংকের নাম ছিল 'উইলি'। একসময় ট্যাংকে বসানো হয় মেশিনগান। এভাবে বিশ্বযুদ্ধ শুধু যুদ্ধকালেই রক্ত ঝরায়নিমানবতাকেও ধ্বংস করে এবং এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর পৃথিবীর নানা যুদ্ধবাজ দেশ আরও সব মারাত্মক অস্ত্র তৈরি করে পৃথিবীর মানুষকে ভয়ানক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধরত কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেনজার্মানির সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেম, রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট রেমন্ড পয়েনসার, ব্রিটেনের রাজা পঞ্চম জর্জ, ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ, সার্বিয়ার রাজা পিটার, ইতালির রাজা ভিক্টর তৃতীয় ইমানুয়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, অটোমান সুলতান পঞ্চম মেহমেদ প্রমুখ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ২ লাখ সৈন্য জীবন দেয়। আহত হয় এর চেয়েও বেশি। ধ্বংসযজ্ঞ চলে যুদ্ধে যুক্ত নানা দেশে। ধ্বংস হয়ে যায় খাদ্যশস্যসহ নানা সম্পদ। এত সব ক্ষতির পর একসময় যুদ্ধবাজ দেশগুলো সিদ্ধান্ত নেয় যুদ্ধ বন্ধের। ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর জার্মান ও মিত্রবাহিনীর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় অস্ত্রবিরতি চুক্তি। তবে চূড়ান্ত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করতে আরও কিছুটা সময় লাগে। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের জন্য দুই পক্ষকে নিয়ে প্যারিসে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালের ১৮ জানুয়ারি শুরু হয় এই সম্মেলন। বিশ্বের প্রায় ৩২টি দেশের নেতারা এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ২৮ জুন প্যারিসের কাছে ভার্সাই নগরীতে চূড়ান্তভাবে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মারাত্মক পরিণতির পর মানবিক হতে পারেনি শক্তিধর দেশগুলোর ক্ষমতাবান মানুষগুলো; বরং এদের ক্ষমতার নেশা আরও পেয়ে বসে। তাই বছর কয়েক না যেতেই বাধিয়ে দেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধ আরও ভয়ানক পরিণতি ডেকে এনেছিল পৃথিবীতে। এখনো মাঝেমধ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু পৃথিবীর কোনো মানবিক মানুষই চায় না যুদ্ধ। চায় শান্তি। আমরা আকাশে ধ্বংসের কালো ধোঁয়া দেখতে চাই না। ওড়াতে চাই শান্তির পায়রা।

পারমাণবিক বোমা হামলা থেকে বেঁচে ফেরা এক উদার তরুণের গল্প

মুসাব্বির হুসাইন

শিনজি মিকামোর সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছিল সেদিন, যখন হিরোশিমাতে পারমাণবিক বোমা পড়েছিল। এরপর তাঁর সঙ্গে ছিল শুধু বাবার পকেটঘড়ি। এই ধ্বংসযজ্ঞের জন্য তিনি কখনো আমেরিকার ঘাড়ে দোষ চাপাননি। শিনজি মিকামোর মেয়ে আকিকো মিকামো। ছোটবেলায় জাপানি প্রথা অনুযায়ী গোসল করার সময় তিনি কখনো বুঝে ওঠেননি কেন বাবার কান ও শরীরে ক্ষত। দেখতে দেখতে যেন স্বাভাবিক মনে হয়েছে। আকিকোর মা কখনো বোমার কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেননি। জাপানি মেয়েরা নাকি কষ্ট নিজেদের মধ্যে রাখে, অন্যের ওপর বোঝা তৈরি করে না। কিন্তু বাবার মুখে আকিকো অনেক গল্প শুনেছে, সেগুলো তার বইয়ে জায়গা পেয়েছে।

বাবা সব সময় শিক্ষা দিয়েছেন ঘৃণা না করতে। 'আমেরিকাকে দোষ দেওয়া যাবে না, সবটা এই যুদ্ধের কারণে হয়েছে'। ইনোলা গে, যে পাইলট সেদিন হিরোশিমাতে বোমা ফেলেছিলেন, তিনিও শুধু হুকুম পালন করছিলেন মাত্র।

হিরোশিমার গ্রীষ্মকাল অনেক ভয়ানক। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্টের সকালও সে রকমই ছিল। বেশ গরমও পড়েছিল। শিনজি মিকামো সেদিন কাজ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আর্মির শিক্ষানবিশ ইলেকট্রিশিয়ান। তাঁদের বাড়ি আগেই আংশিক ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বোমার আঘাতে। সরকারের আদেশ ছিল বাড়িগুলো পুরোপুরি ভেঙে ফেলার। সেটার কাজ শেষ করার আর বাবাকে সাহায্য করতে ছুটি নেন শিনজি। জাপানের আকাশে থেকে মাসখানেক ধরে বোমা ফেলা হচ্ছিল। চারদিকে শুধু ধ্বংসাবশেষ পড়ে ছিল।

শিনজির মা তখন অসুস্থ হওয়ায় গ্রামে ছিলেন। বড় ভাই তাকাজি ফিলিপাইনে যুদ্ধরত ছিলেন। ১৯ বছর বয়সী শিনজি ও তার বাবা কেবল শহরে ছিলেন। খাবার নিয়েও সংকট চলছিল। শিনজির বাবা ফুকুইচি মজা করে বলতেন, এখন আমি সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠি। কারণ, আমাকে পাখির খাবার দেওয়া হয়।

সেদিন আকাশে কোনো মেঘ ছিল না। ৭টা ৪৫ মিনিটে কাজের জন্যই বাড়ির ছাদে ওঠেন শিনজি। একবার পুরো শহরে চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। সকাল ৮টা ১৫ মিনিট। কাজ করতে করতে শিনজি হঠাৎ খেয়াল করলেন আকাশে এক আলোর ছটা, অনেকটা ফ্ল্যাশ লাইটের মতো জ্বলে উঠল। মুহূর্তেই চোখে পড়ে বিশাল এক আগুনের গোলা। সূর্যের চেয়ে পাঁচ গুণ বড় আর দশ গুণ উজ্জ্বল এ আলোয় শিনজির চোখ ধাঁধিয়ে গেল। হলুদ-সাদার এক অদ্ভুত মিশ্রণ সেই আলোয়। কানের পর্দা ফাটিয়ে দেওয়া শব্দটা হয়েছিল একটু পরেই। শিনজির মনে হচ্ছিল তার শোনা সবচেয়ে বড় বজ্রপাতের শব্দ এটা। মনে হচ্ছিল, এক বালতি গরম পানি কেউ যেন গায়ের ওপর ঢেলে দিল।

চোখের পলকে শিনজি ঘরের মধ্যে পড়ে যায়। গায়ের ওপরে ঘরের ছাদ পড়েছিল। বাবার কণ্ঠে তিনি সজাগ হন। ৬৩ বছর বয়সী তাঁর বাবা ছেলেকে স্তূপ থেকে টেনে তোলেন। শিনজির বুক আর দেহের ডান পাশ পুড়ে গিয়েছিল। চামড়া দেহের সঙ্গে এমনভাবে ঝুলে ছিল, মনে হচ্ছিল কোনো কাপড় পরেছেন তিনি। পুড়ে মাংসের রং হলুদ হয়ে গিয়েছিল, মায়ের বানানো মিষ্টি কেকের মতো।

বাবা---ছেলে চারদিকে চেয়ে দেখলেন আশপাশের সেই শহর আর নেই। শুধু ইট-পাথর আর ছাই। শিনজি তখনো বুঝে ওঠেননি কী হয়েছে। সূর্য কি ফেটে পড়েছে? যদিও তাঁর বাবা সবটা বুঝতে পারছিলেন; হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'ওরা একবারে সব কটি বাড়িই ধ্বংস করে দিয়েছে। আমাদের কাজ কমে গেল।' তখন আর কথা বলার সময় নেই। পুরো শহরে তখন আগুন জ্বলছে। পায়ের নিচে লাশের স্তূপ। এই সময় আবার দেখা দেয় বিশাল এক টর্নেডো। শহরের আগুন থেকে সৃষ্ট এই আগুনের গোলাককে শিনজি 'আ ডার্ক মনস্টার' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। ভেঙে পড়া বাড়িগুলো, জ্বলন্ত লাশগুলো আর নদীর পানি নিয়ে তাণ্ডব চালায় এই টর্নেডো। সেটি শেষ হলে নদীর দিকে যাত্রা শুরু করেন দুজন। উদ্দেশ্য শরণার্থীশিবির খুঁজে পাওয়া। কারণ, খানিক আগে এখানে আগমন ঘটেছিল 'লিটল বয়'-এর! জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয় যথাক্রমে ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট। মারা যায় লাখ লাখ মানুষ। সেখান থেকে বেঁচে ফেরা শিনজি মিকামো বলেন যুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তী গল্প। তাঁর মেয়ে আকিকোর জন্ম এর ১৪ বছর পরে। কলমের খোঁচায় তিনি লিখে ফেলেন বাবার ঘটনা নিয়ে একটি বই, ৮টা ১৫ মিনিট (৮:১৫)। যেখানে ফুটে ওঠে সেই গল্প, ক্ষমার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। বইয়ের নামকরণ করা হয় শিনজির বাবার ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়া শেষ সময় থেকে। কারণ, লিটল বয়ের আঘাতে ঘড়িটা পুড়ে গিয়েছিল, সময় থমকে গিয়েছিল সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে!

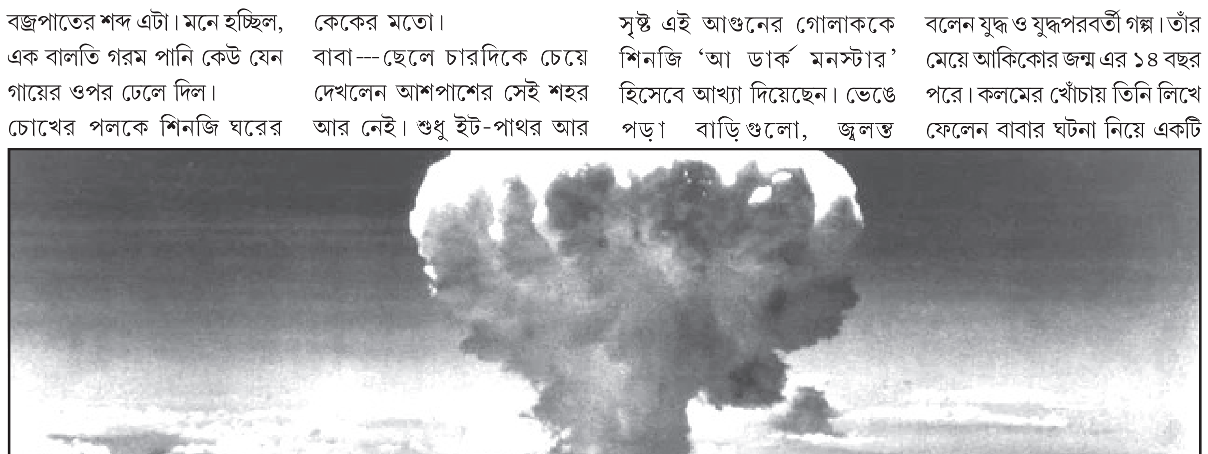

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গ্রীষ্মের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে

জাগীরোড ও শিয়ালদহের মধ্যে চলাচল করবে এসি স্পেশাল ট্রেন

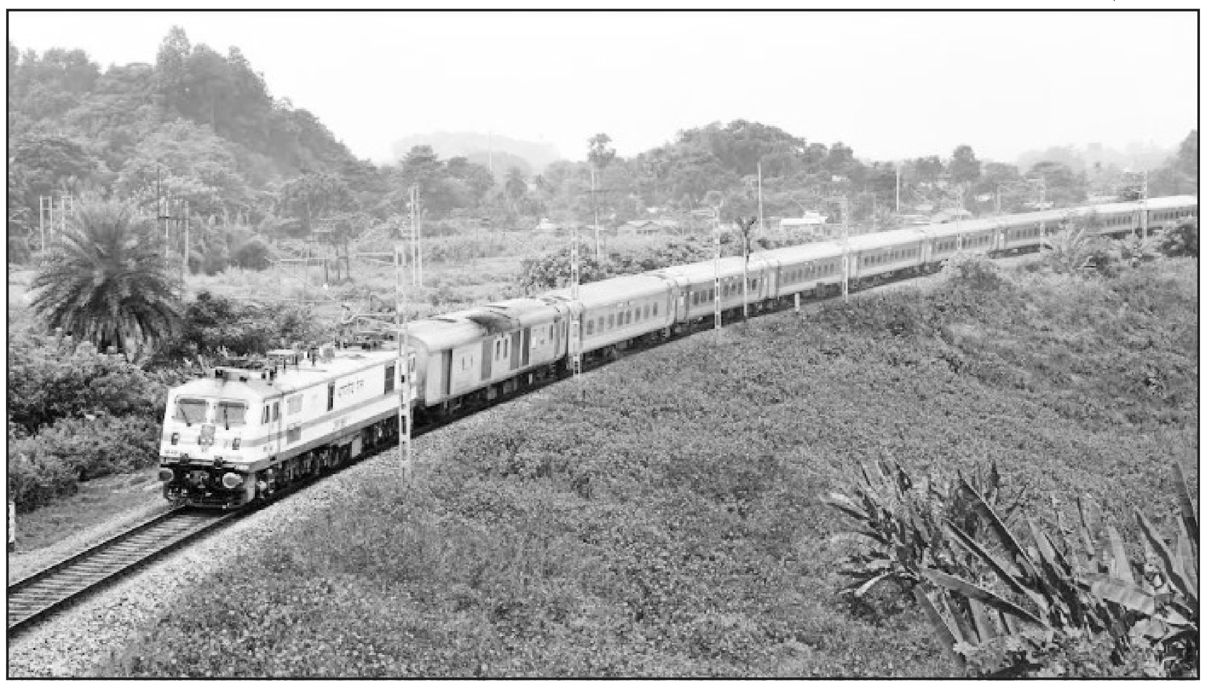

মালিগাঁও, ০৭ এপ্রিল, ২০২৪: গ্রীষ্মের সময় যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান ভিড় সামলাতে ১২ এপ্রিল থেকে ২৯ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত জাগীরোড ও শিয়ালদহের মধ্যে উভয় দিক থেকে বারো ট্রিপের জন্য একটি এসি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই রুটে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা এই গরমের সময় স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণের জন্য এই এসি স্পেশাল ট্রেনের সুযোগ নিতে পারবেন।

সেই অনুযায়ী, স্পেশাল ট্রেন নং. ০৩১০৫ (শিয়ালদহ-জাগীরোড) ১২ এপ্রিল থেকে ২৮ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার শিয়ালদহ থেকে সকাল ০৯.০০ টায় রওনা দিয়ে পরের দিন সকাল ০৬.৩০ টায় জাগীরোড পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, স্পেশাল ট্রেন নং. ০৩১০৬ (জাগীরোড-শিয়ালদহ) ১৩ এপ্রিল থেকে ২৯ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার জাগীরোড থেকে দুপুর ০১.০০ টায় রওনা দিয়ে পরের দিন দুপুর ০১.০০ টায় শিয়ালদহ পৌঁছবে।

১৬টি এসি-৩ টিয়ার কামরা নিয়ে গঠিত এই স্পেশাল ট্রেনটি উভয় পথে যাত্রার সময় গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, কিষানগঞ্জ, মালদা টাউন, জঙ্গীপুর রোড, আজিমগঞ্জ, বান্ডেল, নৈহাটি হয়ে চলাচল করবে।

এই স্পেশাল ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পুরুলিয়ার সভা থেকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে আক্রমণ মমতার

পুরুলিয়া, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : রবিবার পুরুলিয়ার লোকসভা ভোটের প্রচারে এসে আবারও কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহারে বিরুদ্ধে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এইদিন তিনি পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শান্তিরাম মহাতোর জন্য জনসভা করেন।

তিনি তাঁর চেনা ছন্দে বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করে বলেন, '' মানুষ প্রতিবাদ করলে এনআইএ-কে ঘরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। মধ্যরাতে মহিলা ঘরে ঘুমাচ্ছেন। '' একটু থেমে তিনি আরও বললেন, "মা-বোনেরা প্রতিবাদ করলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ডায়েরি করা হল। বিজেপি বলছে, তৃণমূলের সব বুথ এজেন্টদের গ্রেফতার করো।"

কাশ্মীর ইস্যুতে কংগ্রেসকে তুলোধনা মোদীর

ধূপগুড়ি, ৭ এপ্রিল (হি. স.): রবিবার ধূপগুড়ি থেকে কাশ্মীর ইস্যুতে কংগ্রেসকে এক হাত নিলেন প্রধানমন্ত্রী।

মোদী বলেন, 'কংগ্রেস শুধু কাশ্মীর নিয়ে প্রশ্ন তোলে। কংগ্রেসের কাছে কাশ্মীর কিছুই না। কিন্তু ১৪০ কোটি দেশবাসীর মুকুট কাশ্মীর। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কাশ্মীরের জন্য লড়েছেন। কাশ্মীর কংগ্রেসের কাছে কিছু না হতে পারে, কিন্তু ১৪০ কোটি ভারতবাসীর কাছে কাশ্মীর ভারত মাতার মস্তিষ্কের মতো।'

বাসন্তীতে ভোটের আগে অস্ত্র উদ্ধার বাসন্তী থেকে

বাসন্তী, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : ভোটের আগে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল। শনিবার রাতে বাসন্তীর আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ নম্বর খড়িমাচার গ্রামে বারিক শেখ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে দুটি বন্দুক ও ৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশ বারিক শেখকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান এই আগ্নেয়াস্ত্র সমাজ বিরোধীদের কাছে বিক্রির জন্য মজুত করেছিল অভিযুক্ত। ধৃতকে রবিবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে। তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই ঘটনায় আরও তদন্ত করবে বাসন্তী থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এস আই ত্রিদিব মল্লিক শনিবার সন্ধ্যায় টহলদারির সময়

সামসীতে জমি বিবাদের জের, পিটিয়ে খুন সিভিক ভলান্টিয়ার

সামসী, ৭ এপ্রিল (হি.স.): : মালদার সামসী হাসপাতাল পাড়ায় জমি বিবাদে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হল এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে। ঘটনায় জখম হয়েছেন মৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের বাবা ও ভাই। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম রুহুল আমিন (৩২)।

জখমের নাম হবিবুর রহমান(৬৫) ও ভাইয়ের নাম আলতাফ হোসেন। ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে মৃতের কাকা ও তার স্ত্রী এবং দুই ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থল থেকে রুহুল আমিন, তাঁর বাবা হবিবুর রহমান ও ভাই আলতাফ হোসেনকে সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক রুহুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনায় অভিযুক্তদের নাম আব্দুর রহমান ও তার স্ত্রী রাফিয়া বিবি এবং তাদের দুই ছেলে মোহাইমেন, কাবাতুল্লাহ। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা পলাতক। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধূপগুড়ির সভা থেকে তৃণমূলের জামানাত জব্দ করার ডাক মোদীর

ধূপগুড়ি, ৭ এপ্রিল (হি. স.): জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির সভা থেকে বাংলায় সব বুথে তৃণমূলের জামানত জব্দ করার ডাক দিলেন নরেন্দ্র মোদী।

সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, টিএমসি-র লোকেরা ধরে নিয়েছে তারাই শেষ কথা। লোকসভা নির্বাচনে ওদের মুখের উপর জবাব দিতে হবে। স্পষ্ট বাংলায় বলেন, 'ভয় পাবেন না। পদ্মফুলে ছাপ দেবেন।' নাম না করে ভূপতিনগরে এনআইএ-র উপর হামলার ঘটনার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির লোকেরা আক্রান্ত হচ্ছে। টিএমসি-কে এবার তাই সবক শেখাতে হবে।'

১৯ এপ্রিল উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুলি এবং আলিপুরদুয়ার আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে। এরমধ্যে শেষের দুই আসনে অন্যতম ইস্যু চা বাগান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চা শিল্প এবং চা বাগানের শ্রমিকদের দুর্দশার জন্য তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় তোলেন।

রবিবার তিনি ধূপগুড়ির সভা থেকে বলেন, তৃণমূল পার্টি ও সরকারের কারণে বহু চা বাগান বন্ধ। জনতার উদ্দেশে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, 'আপনারা এর জবাব চাইবেন কি চাইবেন না। তৃণমূলকে সবক শেখাবেন কি শেখাবেন না?'

বারাণসী থেকে উদ্ধার জে পি নাড্ডার স্ত্রীর চুরি যাওয়া গাড়ি, গ্রেফতার ২

বারাণসী, ৫ এপ্রিল (হি. স.) : বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার স্ত্রীর চুরি যাওয়া গাড়ি উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেইসঙ্গে ২ জনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, নাড্ডার স্ত্রীর চুরি যাওয়া সাদা ফরচুনার গাড়িটি রবিবার বারাণসী থেকে উদ্ধার করেছে দিল্লি পুলিশ।

এই ঘটনায় দিল্লি পুলিশ দুজন গাড়ি চোরকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ১৯ মার্চ দিল্লির গোবিন্দপুরি এলাকা থেকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডার স্ত্রী মল্লিকা নাড্ডার ফরচুনার গাড়ি চুরি হয়। গাড়ির চালক, জোগিন্দর সিং, গোবিন্দপুরীতে তার বাড়িতে গেলে চোরেরা সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে পালায়। গাড়ির চালক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ মামলা নথিভুক্ত করে গাড়িটির খোঁজ শুরু করেছে।

ধূপগুড়ির সভা থেকে ঝড়ে মৃত ও ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সমবেদনা নরেন্দ্র মোদীর

ধূপগুড়ি, ৭ এপ্রিল (হি. স.): জলপাইগুড়ির সভা থেকে ঝড়ে মৃতদের প্রতি সমবেদনা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ধূপগুড়ির সভায় বক্তব্যের শুরুতেই ঝড়ে মৃতদের পাশাপাশি যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের প্রতিও সমবেদনা জানান মোদী।

উল্লেখ্য, গত রবিবার জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার একাংশে ব্যাপক ঝড় হয়। ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতিও হয় প্রচুর।

মৃত্যু হয় ৪ জনের। আহত হয়েছেন বহু। ভেঙে পড়ে অনেক বাড়ি। প্রধানমন্ত্রী এর আগে এই নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে সমবেদনা জানিয়েছিলেন। আজ সভা থেকেও সমবেদনা জানালেন তাঁদের প্রতি।

কিশনগঞ্জে নদী থেকে তরুণের দেহ উদ্ধার, মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

কিশনগঞ্জ, ৭ এপ্রিল(হি.স.): নদী থেকে এক তরুণের দেহ উদ্ধার ঘিরে রবিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়াল কিশনগঞ্জ সদর থানার রুইধাসা এলাকায়। মৃতের নাম মহম্মদ তনবীর আলম। তিনি রুইধাসার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ওই তরুণকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে রমজান নদীতে একটি দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। যদিও পরবর্তীতে তাঁরাই দেহটিকে শনাক্ত করেন। ইতিমধ্যেই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতের পরিবার।

ক্রান্তিতে চা বাগান থেকে চিতাবাঘের পচাগলা দেহ উদ্ধার

ক্রান্তি, ৭ এপ্রিল(হি.স.) : ক্রান্তি ব্লকের সুবর্ণপুর চা বাগানের বারোঘড়িয়া পাঁচ নম্বর সেকশন থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘের পচাগলা দেহ উদ্ধার। রবিবার ওই চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন শ্রমিকরা চা বাগানে কাজ করতে যাওয়ার সময় দুর্গন্ধে কাজ করতে পারছিলেন না। ওই পচা দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়েই বাগানে চিতাবাঘটির দেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে বন দফতরের আপালচান্দ রেঞ্জের বনকর্মীরা এসে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। চিতাবাঘের দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। কী কারণে চিতাবাঘটির মৃত্যু হল তা খতিয়ে দেখছে বন দফতর। চিতাবাঘটির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে বলে বন দফতর সূত্রে খবর।

ধূপগুড়িতে মোদীর সভায় যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে গাড়ি, আহত ১৮

জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিল(হি.স.): ধূপগুড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভায় যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার করলে পড়ে একটি গাড়ি। রবিবার দুর্ঘটনায় আহত হন ১৮ জন কর্মী, সমর্থক। দুর্ঘটনায় আহত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ির বিদায়ী সাংসদ জয়ন্ত রায়রা।

রবিবার ধূপগুড়িতে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা ছিল। সেই জনসভায় রাজগঞ্জের মান্তাদারি গ্রামপঞ্চায়েত থেকে প্রচুর বিজেপি কর্মী যাচ্ছিলেন। পথে বোদাগঞ্জ এলাকায় একটি গাড়ি উল্টে যায়। জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে খবর, তাতেই আহত হন ১৮ জন বিজেপি কর্মী। তাঁরা জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। আহতদের মধ্যে বিপ্লব রায় নামে এক যুবকের হাতের আঙুল ভেঙে ঝুলে যায়। তাঁকে শিলিগুড়ি নার্সিংহোমে নিয়ে চিকিৎসা করানোর আবেদন জানায় পরিবার। পরিবারের আবেদন মতোই শিলিগুড়ি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কেরলে ডাক্তারি পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু, তদন্তে সিবিআই

ওয়ানাড, ৭ এপ্রিল (হি. স.): কেরলে ডাক্তারি পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যুর ঘটনার তদন্তভার গেল সিবিআইয়ের হাতে। ১৮ ফেব্রুয়ারি হস্টেলের ঘর থেকে ওই ডাক্তারি পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার করা হয়। জে এস সিদ্ধার্থন কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল। পশু চিকিৎসা নিয়ে পড়াশোনা করছিল সে।

তাঁর বাড়ির লোক দাবি করে, তাঁকে খুন করা হয়েছে। এতদিন ধরে এই মামলার তদন্ত করছিল পুলিশ। তবে এবার তদন্তভার পেল সিবিআই। ইতিমধ্যেই ২০ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে সিবিআই। ইতিমধ্যেই ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পড়ুয়ার বাবা দাবি করেন তাঁর ছেলের দেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

হেমন্তর বিরুদ্ধে ফ্রিজ, টিভির রসিদকে 'দুর্নীতি'র প্রমাণ হিসাবে দেখাল ইডি

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি. স.): দুর্নীতি মামলায় আরও চাপে ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। ইডি চার্জশিটে প্রমাণ হিসাবে ফ্রিজ, স্মার্ট টিভির দুটি রসিদ দেখিয়েছে। উল্লেখ্য, হেমন্তের বিরুদ্ধে প্রায় ৯ একরের জমি বেআইনিভাবে হস্তগত করার অভিযোগ রয়েছে। এর বাজারমূল্য ৩১ কোটি টাকা। এই মামলার চার্জশিটে আরও তিনজনের নাম রয়েছে। রাঁচির দুজন ডিলারের কাছ থেকে ফ্রিজ, টিভির রসিদ সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলি চার্জশিটের সঙ্গে জমা দিয়েছে ইডি। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হেমন্ত সোরেন।

ঘাটালে দেবের হয়ে প্রচারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘাটাল, ৭ এপ্রিল(হি.স.): পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে দেবের হয়ে প্রচারে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার ঘাটালে রোড শো করেন তিনি। রোড শো শেষের বক্তব্যে দেবকে পাশে নিয়ে উঠে এল ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান প্রসঙ্গ।

এদিন তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ঘাটালে ভোট ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানকে সামনে রেখে, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের স্বার্থে ভোট। বললেন, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে দ্বিতীয় ঘোষণা, ২০১৭-১৮ থেকে যাঁরা আবাসের জন্য ঘুরছেন, যেখান থেকে, বিধানসভা, পঞ্চায়েত এলাকা বা পুরসভা আপনারা আমাদের হাত শক্ত করবেন, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদনকারীরা পেয়ে যাবেন প্রথম কিস্তির টাকা। বাংলার সরকার দেবে সেই টাকা।

অভিষেক বলেন, বিজেপি নেতারা এলাকায় ভোট চাইতে গেলে তাঁর হয়ে দুটি মাত্র প্রশ্ন করতে। প্রথম প্রশ্ন, সেই ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান। নরেন্দ্র মোদী ১০ বছর ক্ষমতায় থাকার পরেও, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ৬০ শতাংশ টাকা দেওয়ার কথা ছিল, কেন দেওয়া হয়নি? দ্বিতীয় প্রশ্ন, কলকাতায় অমিত শাহের নেতৃত্বে মেদিনীপুরের বীর সন্তান বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি ভাঙা হয়েছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? ঘাটালে দাঁড়িয়ে বারবার তিনি মনে করলেন বিদ্যাসাগরের কথা। কটাক্ষ করে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'এই বিদ্যাসাগর না থাকলে নিজের নাম লিখতে পারতেন, লিখতে পারতেন 'অব কি বার ২০০ পার, ৪০০ পার?'দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলির কৃষকদের চোখে জল কেন? প্রধানমন্ত্রীর পুরনো কথা মনে করিয়েই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন।দেবের অভিমান, না হওয়া কাজ নিয়ে এদিন মুখ খোলেন অভিষেক। তাঁর অভিযোগের তীর কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে। অভিষেক এদিন বলেন, তিনি দেবকে আগেই বলেছিলেন, কেন্দ্রের থেকে আশা না করতে। অভিষেকের কথায়, 'যাঁরা মানুষের বাড়ির টাকা বন্ধ করে রাখে, গরীব শ্রমিকের টাকা আটকে রাখে, তারা কোনওদিন কৃষকের স্বার্থে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করবে না।' এই প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ, প্রতিশ্রুতির কথা এদিন তুলে ধরেন তিনি।

অভিষেক সাফ বলেন, 'মমতা ব্যানার্জি দেবকে পাশে নিয়েই ঘোষণা করেছেন, এপ্রিলের মধ্যে কেন্দ্রের তরফ থেকে সদুত্তর না এলে, কারও দয়া দাক্ষিণ্য নয়, যা টাকা লাগবে তা মা মাটি মানুষের সরকার দেবে।' অভিষেক বলেন এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের গ্যারান্টি। তারপরেই অভিষেক বলেন, 'আজ ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি, এবার ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান করে দেখাব।' একশো দিনের কাজের টাকার বঞ্চনার প্রসঙ্গও এদিন ফের তুলে ধরেন অভিষেক। বাংলার সরকার যে রাজ্যের মানুষের জন্য বিকল্প অর্থের ব্যবস্থা করেছে, সেকথাও বলেন অভিষেক। লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ একাধিক প্রকল্পের কথা তুলে ধরে অভিষেক বোঝান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যদি বছরে ২৫ হাজার কোটি খরচ করে লক্ষ্মীর ভান্ডার দিতে পারে দিল্লির সাহায্য ছাড়া, তাহলে ১৫০০ কোটি খরচ করে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করতে পারবে না কেন? অভিষেক বলেন, 'আগামীর ভোট প্রতিবাদের ভোট, প্রতিশোধের ভোট, প্রতিরোধের ভোট।' ইডি সিবিআই প্রসঙ্গও তুলে আনেন বক্তব্যে। বলেন, দেবকে যেদিন প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হল, তার পরের দিনই ইডি ডেকে পাঠাল দিল্লিতে। এনআইএ প্রসঙ্গেও এদিন সরব হন অভিষেক।

৩ মাসে মধ্যপ্রদেশে আড়াই লক্ষের বেশি মানুষ যোগ দিয়েছেন পদ্ম শিবিরে, দাবি বিজেপির

ভোপাল, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে মধ্যপ্রদেশে গত তিন মাসে ২ লক্ষের বেশি মানুষ গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন। তেমনটাই দাবি বিজেপির।

প্রাক্তন মন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র দাবি করেন, গত তিন মাসে রাজ্যে প্রায় ২.৫৮ লক্ষ মানুষ বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, যাঁদের মধ্যে শুধু এপ্রিলেই ১.২৬ লক্ষ মানুষ এসেছেন গেরুয়া শিবিরে।

তাঁর দাবি, বেশিরভাগই কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। যদিও এই মন্তব্যের পর বিজেপিকে একহাত নিয়েছে কংগ্রেস। হাত শিবিরের দাবি বিজেপি যে তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে কেবল পরিচিত নেতাদের নাম দেখা গিয়েছে। যেখানে ৩৩৬ জনের নাম রয়েছে। গেরুয়া শিবিরকে ২.৫৮লক্ষ মানুষের নামের তালিকা প্রকাশ করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে হাত শিবির।

রাহুল রাজনীতির সেরা ফিনিশার, কংগ্রেসকে ফিনিশ করবেন রাহুলই, খোঁচা রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি. স.): ফের একবার রাহুল গান্ধীকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

কিছুদিন আগে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী আইপিএল ও ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে বিজেপিকে নিশানা করেছিলেন। এবার কংগ্রেস নেতাকে সেরা ফিনিশারের আখ্যা দিয়ে খোঁচা দিলেন রাজনাথ সিং। রাহুল গান্ধীকে মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি।

রাজনাথ সিং বলেন, যেভাবে এম এস ধোনি খেলার মাঠের সেরা ফিনিশার, ঠিক তেমনই রাহুল গান্ধী রাজনীতির সেরা ফিনিশার। কংগ্রেসকে ফিনিশ করবে রাহুলই। এই কারণেই প্রচুর নেতারা কংগ্রেসকে ছেড়ে চলে গিয়েছে এবং আগামীদিনেও এই ঘটনা চলবে।

কংগ্রেসকে সরাসরি আক্রমণ করে রাজনাথ সিং বলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে দুর্নীতির সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে।

ভারতের রাজনীতিকে কংগ্রেস একসময় নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু এখন দু-তিনটি ছোটো রাজ্যেই রয়ে গিয়েছে।

মাটিতে পুঁতে রাখা বোমা ফেটে হাত উড়ল মুর্শিদাবাদের কৃষকের

মুর্শিদাবাদ, ৭ এপ্রিল(হি.স.): মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানার চোঁয়াডাঙ্গা গ্রামে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় হাত উড়ল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে। আহত ব্যক্তির নাম রাইসুদ্দিন শেখ(৪২)। তাঁর বাড়ি চোঁয়াডাঙ্গা গ্রামে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দৌলতাবাদ থানার পুলিশ। আহত ব্যক্তিকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর রবিবার সকালে নিজের জমিতে চাষ করতে যান রাইসুদ্দিন। তিনি যখন কোদাল দিয়ে জমির মাটি কাটছিল সেই সময় মাটিতে পুঁতে রাখা একটি সকেট বোমায় কোদালের আঘাত পড়তেই সেটি সশব্দে ফেটে যায়। বিস্ফোরণের ঘটনায় রাইসুদ্দিন শেখের বাম হাতের কব্জি উড়ে যায়। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন,'আজ সকালে রাইসুদ্দিন যখন নিজের জমিতে কাজ করছিল সেই সময়ে হঠাৎই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। কোথা থেকে এই বোমা মাঠে এল তা আমরা এখনও বুঝতে পারিনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ ওই মাঠে হয়তো আরও বোমা রয়েছে।

দৌলতাবাদ থানার এক আধিকারিক বলেন, কীভাবে মাঠে বোমা এল তা আমরা তদন্ত করে দেখছি। ঘটনার পেছনে কোনও দুষ্কৃতী দল জড়িত কিনা তাও পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

সৌগত রায়ের গাড়িতে বড় দুর্ঘটনা, অভিযোগ দায়ের

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : সৌগত রায়ের গাড়িতে বড় দুর্ঘটনা ঘটায় রবিবার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পানিহাটিতে সৌগত রায়ের গাড়ি দুর্ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে খড়দহ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। শনিবার সন্ধ্যায় পানিহাটি এইচবি টাউন মোড়ে প্রচার সেরে ফেরার সময় দমদম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সৌগত রায়ের গাড়ির পেছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি ম্যাটাডোর ভ্যান। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খড়দহ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থল থেকে ম্যাটাডোর ভ্যান সহ চালক ও খালাসিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রার্থী সৌগত রায়ের গাড়িতে ম্যাটাডোর ভ্যানের ধাক্কার ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে খড়দহ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষ থেকে। গোটা ঘটনায় তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ করছে খড়দহ থানার পুলিশ।

হরেকরকম
হরেকরকম হরেকরকম

হাঁটুর ব্যথা কমাতে

খাদ্যতালিকায় কিছু খাবার যোগ করে আর কিছু খাবার বাদ দিয়ে হাঁটুর ব্যথা কমানো যেতে পারে।দাঁড়াতে, বসতে, হাঁটতে, সাইকেল চালাতে- এরকম বেশিরভাগ কাজের জন্যই হাঁটুর ওপর জোর দিতে হয়। আর হাঁটুতে সামান্য একটু ব্যথাও শারীরিক কর্মকাণ্ডে নিয়ে আসে স্থবিরতা। ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ খেয়ে ব্যথা কমানোর পদ্ধতি ছাড়াও কিছু খাবার রয়েছে যা খাদ্যতালিকায় যোগ করে কিংবা বাদ দিয়ে বিভিন্ন কারণে হওয়া হাঁটুর ব্যথা সহনীয় মাত্রায় রাখা যায়।পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে হাঁটুর ব্যথা কমাতে সক্ষম এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানান হল।গাজর: কমলা বর্ণের সবজি বেটা-ক্যারোটিন সমৃদ্ধ এবং এতে আছে ভিটামিন এ, যা খুব শক্তিশালি প্রদাহনাশক যৌগ সমৃদ্ধ। তাই হাঁটুর ব্যথা কমাতে গাজর খাওয়া যেতে পারে প্রতিদিন। আর এটা প্রাচীন চাইনিজ প্রতিকারক হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত।গাজর খাওয়ার ভালো উপায় হল রান্না করে খাওয়া। তবে কাঁচাও খাওয়া যায়। হাঁটুর ব্যথা কমাতে দৈনিক দুইটা করে গাজর খাওয়া ভালো। হলুদ: রয়েছে কারকিউমিন নামক উপাদান যা প্রদাহনাশক। তাই নিয়মিত হলুদ খেলে ব্যথা হ্রাস পায়। তাছাড়া ব্যথানাশক হিসেবে আইবোপ্রোফেন ঘরানা ওষুধের সঙ্গে এর কার্যকারিতার মিল রয়েছে। অ্যাপল সাইডার ভিনিগার: হাঁটুর ব্যথা কমাতে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার খুব ভালো কাজ করে। এটা পান করে ও ব্যথাক্রান্ত স্থানে ব্যবহারও ব্যথা উপশম করা যায়। দৈনিক দুই টেবিল-চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনিগার পান করা হলে তা শরীর থেকে প্রদাহ সৃষ্টীকারী বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। একই ফলাফল পেতে এক সপ্তাহ জলপাইয়ের তেল ও অ্যাপল সাইডার ভিনিগার এক সঙ্গে মিশিয়ে হাঁটুতে মালিশ করুন। আদা: হাঁটুর ব্যথা দূর করতে আদা খাওয়া ও মালিশ করা উপকারী। এর জিঞ্জেরল নামক উপাদান উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রদাহনাশক। এছাড়াও, গবেষণায় দেখা গেছে যে, ওষুধ হিসেবে আদা খাওয়া হলে তা ওষুধের চেয়ে ভালো কাজ করে। আদা মজাদার খাবার তৈরিতে এবং চা বানাতেও ব্যবহার করা যায়। হাঁটুর ফোলা অংশে 'প্রিমেইড' আদার তেল ব্যবহার করে ব্যথা দূর করা যায়। গোটা শষ্য: গোটা বা আস্ত শষ্য খাওয়া প্রদাহের কারণে হওয়া ব্যথা কমাতে সহায়তা করে। অন্যদিকে পরিশোধিত শষ্য প্রদাহ বাড়ায়। সাদা রংটিতে শষ্যের মূল তিনটি উপাদান থাকে না। তাই লাল চাল, ওটমিল, বার্লি এই ধরনের শষ্যের খাবার খাওয়া উপকারী। সরিষার তেল: সরিষার তেলের সঙ্গে জলপাই বা নারিকেল তেল মিশিয়ে ব্যথার ওপর মালিশ করলে অনেকটাই আরাম মিলবে। সরিষার তেল খাবারে স্বাদ বাড়ায় এবং ব্যথাক্রান্ত স্থানে রক্ত প্রবাহ বাড়ায়। এতে প্রদাহ কমে। ভালো ফলাফল পেতে পেঁয়াজ ও রসুনের সঙ্গে সরিষার তেল মিশিয়ে খান। এগুলো অ্যালিসিন সমৃদ্ধ যা প্রদাহ কমাতেও সহায়তা করে। ভিটামিন সি-যুক্ত খাবার: হাঁটুর ব্যথা কমাতে লাল মরিচ, লেবু, কমলা, মালটা ভালো কাজ করে। এগুলোতে আছে ভিটামিন সি। এটা কোলাজেন বৃদ্ধি করে যা, সংযোগস্থলে কাঠামোর সৃষ্টি করে এবং পেশির সঙ্গে হাড় সংযুক্ত করে। এটা এটা হাঁটুর সঙ্গে সংযুক্ত 'টেন্ডন', 'কার্টিলেজ' ও 'লিগামেন্টেস'য়ের ব্যথা কমায়। সরাসরি ব্যথার ওষুধ না খেয়ে ভিটামিন সি যুক্ত খাবার খাওয়া হাঁটুর ব্যথ কমাতে সহায়তা করে।

শিশুদের উচ্চ রক্তচাপকে অবহেলা না করে গুরুত্ব দিন

উচ্চ রক্তচাপ শুধু বয়স্কদের অসুখ নয়, শিশু-কিশোরদেরও হয়ে থাকে। তাই শিশুদের উচ্চ রক্তচাপকে অবহেলা না করে গুরুত্ব দেয়া উচিত। কারণ তা না হলে তার ফল হতে পারে মারাত্মক। শিশু ও উচ্চ রক্তচাপ? শিশু ও উচ্চ রক্তচাপ এ দুটো শব্দ যেন একসাথে মানায় না। উচ্চ রক্তচাপ যেন শুধু বয়স্কদের অসুখ--- এমনটা মনে করেন অনেকেই। তবে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বলেন গ্যোটিংসেন শহরের শিশু বিশেষজ্ঞ। তাদের কথায় শিশু কিশোরদের মধ্যে চার থেকে পাঁচ ভাগেরই উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, তবে তা বেশিরবাগ ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে অনেক দেরিতে। গুরুত্ব দেয়া হয় এক গবেষণায়। শিশুদের উচ্চ রক্তচাপকে মোটেই গুরুত্ব দেয়া হয় না। যদিও এর ফলে শিশুদের হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। অসুখের দিক দিয়ে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক — এই দুটোই সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। স্কুলের স্ট্রেট আগে শোনা যেত স্ট্রেস শুদু বড়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু আজকের দিনে সেটা আর ঠিক নয়। কারণ বাচ্চাদের স্কুল থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রতিযোগিতার যুদ্ধ, যার পলে ওদেরও থাকে প্রচন্ড মানসিক চাপ। আর উচ্চ রক্তচাপের প্রধান কারণই যে হলো মানসিক চাপ। খেলাধূলার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন পড়াশুনা বা স্কুলেড অন্যান্য চাপের পাশাপাশি খেলাধূলা, গান বাজনা বা কোনো হবি থাকা। যাতে শিশু, কিশোর কিশোরীরা তাদের রাগ, দুঃখ, কষ্ট ভুলে গিয়ে মাথাটাকে পুরোপুরি অন্যদিকে ঘোরাতে পারে। খাওয়া দাওয়া--- শিশু কিশোররা খেতে পছন্দ করেন পিজা, তেলে ভাজা ফ্রেঞ্চফ্রাই বা এধরনের নানা খাবার। এসব খাবারে থাকে প্রচুর তেল এবং লবণ। তাছাড়া কফিন সহ এনার্জি ড্রিংক বা মিষ্টি পানীয়ও অল্প বয়সীদের বেজায় পছন্দ। উচ্চ রক্তচাপ সহজে বোঝা যায় না শিসু কিশোরদের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ সেভাবে বোঝা যায় না। তবে অনেকের ক্ষেত্রে হঠাৎ করে নাক দিয়ে রক্ত পড়া, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি হতে দেখা দেয়। নিজের সন্তানের এ ধরনের পরিবর্তন দেখলে মা বাবার সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। অতিরিক্ত ওজন--- অনেক সময় বংশগত ধারাকে উপেক্ষা করার উপায় থাকে না--- তা উচ্চ রক্তচাপই হোক বা অতিরিক্ত ওজনের সমস্যাই হোক। তাই যাদের মা বাবার অতিরিক্ত ওজন এবং উচ্চ রক্তচাপে রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকে খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর রাখা ও ব্যায়াম করা প্রয়োজন। ধমনির কাঠিন্য কার্ডিওলজিস্টরা বলেন, উচ্চ রক্তচাপের চেয়েও ধমনির কাঠিন্য বা সমস্যা থেকে হৃদরোগ হতে পারে। এক্ষেত্রে ধমনি আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসে। তাছালা উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ধূমপান, ডায়াবেটিস সহ অন্যান্য অসুখও।

কিডনি নষ্ট হয়ে যাবার ভয় ---উচ্চ রক্তচাপের ফলে অনেকের কিডনি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ রকমটা হলে সারা জীবনের জন্য ডায়ালিসিসের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। অথবা নিতে হয় কিডনি প্রতিস্থাপনের মতো ঝুঁকিও। ওষুধ প্রতিনিয়ত নানা ধরনের ওষুধ সেবনও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে হাইপার অ্যাকটিভ, অর্থাৎ অত্যন্ত চঞ্চঞ্ছল বা অশান্ত ছটফটে বাচ্চাদের কথা। বহুক্ষেত্রে তাদের যে সমস্ত ওষুধ দেয়া হতে থাকে, তা উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায়। রক্তচাপ মাপা প্রয়োজন যেসব বাচ্চার কিডনি, ইউরিনারি নালী এবং আয়োডিনের সমস্যা রয়েছে অথবা যারা হার্টে খুঁত নিয়ে জন্মেছে, তাদের ক্ষেত্রে নিয়মিত রক্ত চাপ মাপা প্রয়োজন। এই পরামর্শ দিয়েছেন জার্মানির বিশেষজ্ঞ। কিছু নিয়ম— নিয়মিত শরীরচর্চা অনেক রোগ ব্যাধিকে দূরে রাখে। তাই শৈশবেই শরীর চর্চা ও সুষম খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন। বিশেষ করে যথেষ্ট কলা, বিভিন্ন বাদাম, আলু ইত্যাদি। অন্যদিকে, লবণ জাতীয় খাবারকে না বলা দরকার। স্ট্রেস এড়িয়ে যোগ ব্যায়াম ও বিনোদনমূলক কোনো ব্যায়াম করাও যেতে পারে। তার সঙ্গে অবশ্যই নিজেকে ধূমপান এবং ধূমপায়ীদের কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে।

ইলেক্ট্রোলাইট পানীয়র উপকারিতা

শরীরের তাপমাত্রা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, মেজাজ ভালো করা, স্মৃতিশক্তি বাড়ানো ইত্যাদি নানাবিষয়ের মূলে আছে শরীরের আর্দতা বজায় রাখা, অর্থাৎ পর্যাপ্ত জল পান করা। তবে সেই জলেতে 'ইলেক্ট্রোলাইট' যোগ করলে উপকারিতা কী বাড়ে? স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল এই বিষয়ে বিস্তারিত। ইলেক্ট্রোলাইট কী? এটি খনিজ উপাদানের সমষ্টি। যা জলেতে দ্রবীভূত হয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি বহন করে। দৈনিক যে খাবার ও পানীয় আমরা গ্রহণ করি সেখানে থেকেই শরীর 'ইলেক্ট্রোলাইট'য়ের যোগান পায়। যে খনিজগুলো থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় সেগুলো হলো পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম। শরীরের বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করতে ব্যবহার হয় এই 'ইলেক্ট্রোলাইট'। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শরীরে পানি ও অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য বজার রাখা, বিভিন্ন কোষের মধ্যে পুষ্টি উপাদান পৌঁছে দেওয়া এবং সেখান থেকে বর্জ্য অপসারণে সহায়তা করা, স্নায়ু, পেশি, হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কের কার্যক্রম অক্ষুণ রাখা এবং ক্ষতিগ্রস্ত কোষের ক্ষয়পূরণ করা। শরীরচর্চার শক্তি যোগাতে 'ইলেক্ট্রোলাইট' যুক্ত পানীয় বেশ জনপ্রিয়। কারণ শারীরিক পরিশ্রম এবং ঘামের কারণে দেহ থেকে এই উপাদান বেরিয়ে যায়। আর শরীরকে কর্মক্ষম রাখতে হলে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার 'ইলেক্ট্রোলাইট' থাকতেই হবে। হাঁটা, শ্বাস-প্রশ্বাস, হাসি এমনকি চিন্তা করার জন্যও 'ইলেক্টোলাইট' প্রয়োজন। যেভাবে জলেতে মেশানো হয় পানিতে বিদ্যুতায়িত সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম মিশিয়ে তৈরি হয় 'ইলেক্ট্রোলাইট ওয়াটার'। 'মিনারেল ওয়াটার' ও 'অ্যালকালাইন ওয়াটার' নামেও এটি পরিচিত।

উপকারিতা শক্তি যোগায়: শরীরচর্চার সময় ঘামের সঙ্গে যে জল বেরিয়ে যায় তা পূরণ করতে বাড়তি তরল গ্রহণ করতে হয়। শরীরের স্বাভাবিক পানির মাত্রা থেকে এক বা দুই শতাংশ কমে গেলেই শক্তি কমতে থাকে। ঘামের সঙ্গে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং 'ইলেক্ট্রোলাইট'ও বেরিয়ে যায়। তাই শরীরচর্চার সময় 'ইলেক্ট্রোলাইট' মিশ্রিত পানি পান করলে শরীর অবসাদগ্রস্ত হবে না। হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক, পেশি ও শরীরের অন্যান্য কার্যক্রম সক্রিয় থাকবে। 'হিট স্ট্রোক'য়ের ঝুঁকি কমায়: গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে বাইরে চলাফেরার সময় রোদে ত্বক পুড়ে যাওয়া থেকে 'হিট স্ট্রোক' পর্যন্ত সব ঝুঁকিই থাকে। ত্বকের লোপকূপ আর ঘামের মাধ্যমে শরীর তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখে। তবে অতিরিক্ত গরমের কাছে শরীরের এই জৈবিক প্রক্রিয়া হার মানতে পারে। আর তখনই নানান ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। এ সময় প্রচুর জল পানের মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, সঙ্গে 'ইলেক্ট্রোলাইট' থাকলে আরও ভালো। তবে চা, কফি ইত্যাদি 'ক্যাফেইন'যুক্ত পানীয় এক্ষেত্রে সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়। রোগ নিরাময়ে সহায়ক: ডায়রিয়া, বমি ইত্যাদি সমস্যায় শরীর প্রচুর জল ও 'ইলেক্ট্রোলাইট' হারায়। তাই এসময় প্রচুর পানি ও তরল খাবার গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষয়পূরণ করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। অন্যান্য পানীয় ও তরল খাবারের পাশাপাশি এসময় 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ পানি পান করাও হবে বেশ উপকারী। তবে মনে রাখতে হবে শুধু 'ইলেক্ট্রোলাইট' মিশ্রিত জল কিংবা পানীয় এসময় যথেষ্ট নয়। স্নায়বিক কার্যক্রমে ভূমিকা: শরীরের আর্দতা সামান্য কমলেই মস্তিষ্কের জ্ঞানীয় ক্ষমতা, মনযোগ, সতর্কতা ইত্যাদি দুর্বল হতে থাকে। সোডিয়াম স্নায়ুকোষে বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি করে যা বিভিন্ন স্নায়ুর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রথম ধাপ। পটাসিয়ামের কাজ হল স্নায়ুকোষকে 'নিউট্রালাইজ' করা বা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাতে সেখানে পুনরায় বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি হতে পারে। ম্যাগনেসিয়ামের কাজ হল এই বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চালন নিরবিচ্ছিন্ন রাখা। ঘরেই যেভাবে 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ জল তৈরি করা যায় একটি বড় গ্লাসে এক চা-চামচের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ লবণ, একই পরিমাণ লেবুর রস, দেড় কাপ নারিকেল পানি আর দুই কাপ সাধারণ জল একসঙ্গে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে গেল 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ পানীয়। স্বাদ বাড়াতে তাতে যোগ করতে পারেন মধু।

মূত্রনালির কিছু সমস্যা ও সমাধান

শরীর থেকে বর্জ্য নিঃসরণ কিডনি ও মূত্রতন্ত্রের মূল কাজ। শরীরে জল ও লবণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও কিডনি মূত্রতন্ত্র রাখে বিশেষ অবদান। বর্জ্য নিঃসরণ মূত্রতন্ত্রের অপর্যাপ্ত ক্ষমতা বা অক্ষমতায় এসব বর্জ্য শরীরে জমা হয়ে আমাদের শরীরের সুস্থ আবহকে বিঘ্নিত করে।

স্বাভাবিক প্রস্রাবের অভ্যাস কেমন?

--- একজন মানুষ ২৪ ঘন্টায় সাধারণত ২ দশমিক ৫ থেকে তিন লিটার জল বা জল পান করে থাকে। কিডনির কাজ করার ক্ষমতা স্বাভাবিক থাকলে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার খুব বড় তারতম্য না হলে প্রতি ২৪ ঘন্টায় এক হাজার ৫০০ সিসি প্রস্রাব ডিনি তৈরি করে থাকে। আমাদের শরীর থেকে কিছু জল ঘাম আকারে, কিছু জল শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে কিছু জল মলের সঙ্গে বের হয়ে যায়। যেহেতু আমাদের প্রস্রাবের থলির স্বাভাবিক ধারণক্ষমতা ৩০০ সিসি বা তাই স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ ২৪ ঘন্টায় পাঁচবার প্রস্রাব করে থাকে। সাধারণত দিনে চারবার বা রাতে একবার।কিছু জল শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে কিছু জল মলের সঙ্গে বের হয়ে যায়। যেহেতু আমাদের প্রস্রাবের থলির স্বাভাবিক ধারণক্ষমতা ৩০০ সিসি বা তাই স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ ২৪ ঘন্টায় পাঁচবার প্রস্রাব করে থাকে। সাধারণত দিনে চারবার বা রাতে একবার। তবে নানাবিধ স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কারণে বারবার প্রস্রাবের প্রবণতা দেখা দিতে পারে, আবার কমেও যেতে পারে। যদি আমরা অতিরিক্ত জল বা তরলজাতীয় খাবার খাই, তবে প্রস্রাবের পরিমাণ বেশি হয়, বারবার প্রস্রাব হয়।

বারবার প্রস্রাব হয় ডায়াবেটিসেও। অন্যদিকে পুরুষের ক্ষেত্রে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বয়সজনিত স্বাভাবিক পরিবর্তন হিসেবেই বৃদ্ধি ঘটে প্রোস্টেট গ্রন্থির। প্রোস্টেট গ্রন্থি প্রস্রাব প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে প্রস্রাবের থলি সব সময় সম্পূর্ণ খালি হয় না। আর বৃদ্ধি পাওয়া প্রোস্টেট সৃষ্টি করে প্রস্রাবের থলির মুখে এক ধরনের অস্বস্তি। বয়োবৃদ্ধির কারণে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রস্রাবের থলিরই ধারণক্ষমতা কমে যায়। বারবার প্রস্রাব করার প্রবণতা বেড়ে যায়। প্রস্বাব করা বা না করার এই নিয়ন্ত্রণ কি সব সময় রক্ষা করা সম্ভব ? না। তবে অবশ্যই তা স্বাভাবিক নয়। নানা ধরনের স্নায়ুবিক অসুস্থতা, প্রস্রাবের থলির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে যেসব স্নায়ু তার বৈকল্য বা সমন্বয়হীনতা, প্রস্রাব প্রদাহে, হরমোনের বারসাম্যহীনতা বৃদ্ধি ও প্রস্রাবের থলির নানাবিধ অসুস্থতায় এ নিয়ন্ত্রণ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বিঘ্নিত হতে পারে। ব্যক্তি যখন এ নিয়ন্ত্রণ হারায়, তখন সে আর পারে না নিজ ইচ্ছানুসারে প্রস্রাব করতে। কখনো কখনো কারো কারো ক্ষেত্রে ঘটে অনভিপ্রেত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের অজান্তে প্রস্রা ঝরে যাওয়ার মতো বিব্রতর ঘটনা, যা কেবল অসুস্থতাই নয়, সামাজিকভাবে বিব্রতকরও বটে। তবে এসবই নিয়ন্ত্রণযোগ্য ও নিরাময়যোগ্য।

প্রয়োজন শুধু সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।প্রয়োজন শুধু সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

স্বাভাবিক প্রস্রাব কেমন?

স্বাভাবিক প্রস্রাব পরিষ্কার, রংহীন বা হলুদভাব। প্রস্রাব পরিত্যাগের প্রক্রিয়া বাধাহীন, ব্যথাশূন্য সম্পূর্ণই স্বস্তিকর। প্রক্রিয়াটি শুরু করা যায় নিজ ইচ্ছায়, প্রয়োজন হয় না কোনো চাপ দেওয়ার। গতি থাকে একটানা, শেষ হয় ২০ সেকেন্ডে। প্রক্রিয়াটি শেষ করে অনুভব করা যায় এক স্বাভাবিক পরিতৃপ্ত। যদি প্রস্রাব হয় ঘোলা, অতিরিক্ত ফেনাযুক্ত বা অস্বাভাবিক দুর্গন্ধযুক্ত। প্রক্রিয়াটি যদি হয় ব্যথা, জ্বালা, যন্ত্রণাপূর্ব তাহলে এটি স্বাভাবিক নয়। এমনটা হতে পারে প্রস্রাবের প্রদাহ সহ নানাবিধ অসুস্থতায়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন সঠিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ. প্রস্রাবের রং যদি লাল হয় বা থাকে, তাতে রক্তের অস্তিত্বের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেয়া জরুরি। ব্যথাশূন্য প্রস্রাব পরিত্যাগ প্রক্রিয়ায় যদি প্রস্রাবে রক্ত থাকে, তবে তা নিতে হবে অতীব জরুরি ও ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্যসমস্যা হিসেবে। সামান্য কালক্ষেপণও এক্ষেত্রে হতে পারে অসামান্য ক্ষতির কারণ. অথচ সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ, রোগনির্ণয় ও উপযুক্ত চিকিৎসায় এ ধরনের জীবনঘাতী অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণ নয়, শুধু অনেক ক্ষেত্রেই নিরাময় সম্ভব।

ভিটামিন ই সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজনীয়তা

ভিটামিনের অভাব পূরণের জন্য 'সাপ্লিমেন্ট' প্রায় সকলের কাছে সহজ একটা উপায় হিসেবে পরিচিত। আর মানুষ এটাও ভেবে নেয় য়ে প্রয়োজন না থাকলেও কোনো পুষ্টি উপাদানের 'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়া কখনই ক্ষতিকর নয়।

'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়ার এই হুজুগের মাঝে অন্যতম হল ভিটামিন ই।

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড মেডিকাল স্কুলের পরিসংখ্যান বলে, ৫৫ বছর বা তার বেশি বয়সি মানুষের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মানুষ প্রতিদিন ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করেন। তবে তা উপকারের চাইতে তাদের ক্ষতিই করে বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের বিশেষজ্ঞদের দাবি, "ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' সচেতনভাবে এড়িয়ে চলা উচিত। এর স্বাস্থ্যগত উপকারিতার পেছনে শক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা নেই বললেই চলে। উল্টা কিছু মানুষের ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকর।"

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট'য়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অংশ ভিটামিন ই: গমের অঙ্কুর থেকে তৈরি তেল, বিভিন্ন ধরনের বাদাম, পার্সলে, অ্যাভোকাডো, কুমড়ার দানা, সূর্যমুখীর বীজ, পালংশাক ইত্যাদিসহ আরও অনেক খাবার থেকে ভিটামিন ই মেলে। এই ভিটামিনটি মূলত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ঘরানার। যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফল হেলথ (এনআইএইচ)'য়ের 'অফিস অফ ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টস'য়ের ভাষ্যমতে, "অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট'য়ের কাজ হল 'ফ্রি র্যাফডিক্যাল' বা মুক্ত মৌলের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শরীরের কোষকে রক্ষা করা। এই মুক্ত মৌলই দায়ী ক্যান্সার ও হৃদরোগের মতো দূরারোগ্য ব্যাধির জন্য।"

ভিটামিন ই একটি একক বস্তু নয়, একাধিক উপাদানের সমষ্টি, যা অসংখ্য উদ্ভিজ্জ খাবারে পাওয়া যায়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক ১৫ গ্রাম ভিটামিন ই প্রয়োজন। আর তার সবটুকুই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস থেকে সহজেই যোগান দেওয়া সম্ভব। অপরদিকে, ভিটামিন সি শরীরে সংরক্ষণ হয় না। তবে ভিটামিন ই'য়ের সেই সমস্যা নেই। দৈনিক ভিটামিন ই'য়ের চাহিদা পূরণ হওয়ার পর অবশিষ্টটুকু তাৎক্ষণিত শরীর জমা করে রাখে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য।

অতিরিক্ত ভিটামিন ই: এনআইএইচ'য়ের অফিস অফ ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টস'য়ের মতে, ভোজ্য উৎস থেকে অতিরিক্ত ভিটামিন ই শরীরের জমা হলে সমস্যা হয় না। তবে উৎস যদি 'সাপ্লিমেন্ট হয়, সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন।

অতিরিক্ত ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা নষ্ট করে, ফলে সামান্য কাটাছড়ায় প্রচুর রক্তপাত হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ একদিনে সর্বোচ্চ ১০০০ মি.লি. গ্রাম পর্যন্ত ভিটামিন ই গ্রহণ করতে পারেন কোনো রকম সমস্যা ছাড়া। এর বেশি হলে সমস্যা হবে তার উৎস যাই হোক না কেনো। আবার 'সাপ্লিমেন্ট' থেকে ভিটামিন ই আসলে এই সর্বোচ্চ মাত্রার নিচেও সমস্যা দেখা দিতে পারে।

এক গবেষণায় দেখা যায়, যেসব পুরুষ কয়েক বছর ধরে প্রতিদিন ১৮০ মি.লি.গ্রাম 'সিনথেটিক' ভিটামিন ই গ্রহণ করেছেন, তাদের 'প্রস্টেট ক্যান্সার'য়ের ঝুঁকি অন্যান্যদের তুলনায় কয়েকগুন বেশ ছিল। ওষুধের সঙ্গে বিক্রিয়া: এনআইএইচ'য়ের দাবি, ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' বিভিন্ন ওষুধের সঙ্গে মিলে ওই ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট করা কিংবা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। যেমন- 'অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট' ও 'অ্যান্টিপ্লেটলেট' ধরনের ওষুধের সঙ্গে মিলে ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট করে রক্তপাতের মাত্রা বাড়ায়। আবার অন্যান্য 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' নিষ্ক্রিয় করতেও সক্ষম ভিটামিন ই'য়ের 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট'। কেমোথেরাপি ও অন্যান্য রেডিয়েশন থেরাপি'য়ের কার্যকারিতাও কমায় ভিটামিন ই। ভিটামিন ই'য়ের অভাব দুর্লভ ঘটনা এই ভিটামিনটি এতো বেশি খাবারে পাওয়া যায় যে এর অভাব তৈরি হওয়ার ঘটনা খুব কমই দেখা যায়। আর একই কারণে এই ভিটামিনের 'সাপ্লিমেন্ট' গ্রহণ করার পরামর্শ খুব কমই দেন বিশেষজ্ঞরা।

যারা গ্রহন করেন, বেশিরভাগই নিজের সিদ্ধান্তে। প্রয়োজন নেই তারপরও ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়া কতটুকু ক্ষতিকর বা আদৌ ক্ষতিকর কি-না তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতান্তর আছে। আর শুধু ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট'ই নয়, যেকোনো ভিটামিন 'সাপ্লিমেন্ট' গ্রহণ করার আগে এমনকি যে কোনো ওষুধ সেবনের আগে তা প্রয়োজন আছে কি-না সে ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

ব্লেসফুল যোগা কোচিং অ্যান্ড থেরাপি সেন্টারের শুভ উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ এপ্রিল ।। আজ কৃষ্ণনগর ,পদ্মপুকুর স্থিত ব্লেসফুল যোগা কোচিং অ্যান্ড থেরাপি সেন্টারের শুভ উদ্বোধন হয় এতে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয়া কাউন্সিলর শ্রীমতি ভাস্বতি দেব বর্মন মহোদয় এবং উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা কমিটির কনভেনার মাননীয় ড: যীশু চক্রবর্তী ,সম্পাদক শ্রী দিব্যেন্দু দত্ত,সহ-সম্পাদক শ্রী অমল ভট্টাচার্য, অফিস সম্পাদক শ্রী উত্তম দেবনাথ ,অডিটর শ্রী সত্য ঘোষ, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যোগা কোচ শ্রীমতি নন্দিতা গোপ,শারীর শিক্ষক শ্রী জয়ন্ত দেববর্মা ঊপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করেন আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয়া কাউন্সিলর শ্রীমতি বাসতি দেববর্মন ঊতারপর অতিথিরা তাদের মূল্যবান আলোচনা করেন ঊএবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কর্তৃক যোগাসন প্রদর্শন হয় সেন্টারের কর্ণধার শ্রীমতি সুমিতা গোপ অতিথিদের বরণ করেন এবং শুভেচ্ছা স্মারক হাতে তুলে দেন ঊ তিনি জানান উনার যোগাসন কেন্দ্রে আগামীকাল থেকেই প্রশিক্ষণ শুরু হবে এতে বিভিন্ন অংশের ছেলেমেয়েরা, মহিলারা তাছাড়া প্রতিবন্ধী বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু দের ও যত্ন সহকারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

লকেটের গাড়ির উপর হামলার প্রতিবাদে মগরায় বিজেপির জিটি রোড অবরোধ

মগরা, ৭ এপ্রিল (হি. স.): বাঁশবেড়িয়ায় লকেট চট্টোপাধ্যায়ের গাড়ির উপর হামলার প্রতিবাদে রবিবার মগরার জিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। বেশ কিছুক্ষণ পর বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ সরিয়ে দেয় পুলিশ।

ানা গেছে, বাঁশবেড়িয়ায় কালীপুজোয় যোগ দিয়ে ফেরার সময় লকেট চট্টোপাধ্যায়ের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। কালো পতাকা নিয়ে ''''গো ব্যাক'''' স্লোগান দেওয়া হয়। তৃণমূলের দাবি, পাঁচ বছর সাংসদ ছিলেন লকেট। কিন্তু এলাকায় তাকে দেখা যায়নি। তাই সাধারণ মানুষের এই বিক্ষোভ।

সৌগত রায়ের গাড়িতে বড় দুর্ঘটনা, অভিযোগ দায়ের

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : সৌগত রায়ের গাড়িতে বড় দুর্ঘটনা ঘটায় রবিবার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পানিহাটিতে সৌগত রায়ের গাড়ি দুর্ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে খড়দহ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। শনিবার সন্ধ্যায় পানিহাটি এইচবি টাউন মোড়ে প্রচার সেরে ফেরার সময় দমদম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সৌগত রায়ের গাড়ির পেছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি ম্যাটাডোর ভ্যান। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খড়দহ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থল থেকে ম্যাটাডোর ভ্যান সহ চালক ও খালাসিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রার্থী সৌগত রায়ের গাড়িতে ম্যাটাডোর ভ্যানের ধাক্কার ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে খড়দহ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষ থেকে। গোটা ঘটনায় তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ করছে খড়দহ থানার পুলিশ।

জমিতে চাষ করতে গিয়ে বাজ পড়ে মৃত্যু দুজনের

তারকেশ্বর ও গাইঘাটা, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : তারকেশ্বরে বাজ পড়ে মৃত্যু হল একজনের। মৃত ব্যক্তির নাম লক্ষ্মণ মালিক (২৬)।

জানা গেছে, ওই ব্যক্তি পিয়াসাড়া এলাকার বাসিন্দা।রবিবার সকালে জমিতে চাষের কাজ করছিলেন লক্ষ্মণ। তখন ঝড়-বৃষ্টি আসছে দেখে খেতের কাজ ছেড়ে বাড়ির পথে রওনা হন। সেই সময় হঠাৎ বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। বাজের আঘাতে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন ওই যুবক। তাঁকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। অপরদিকে প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে গাইঘাটা থানার বর্ণবেড়িয়া এলাকায়। সেখানেও জমিতে কাজের সময় বাজ পড়ে মৃত্যু হয় একজনের। মৃত ব্যক্তির নাম নেপাল হালদার (৩৮)।

বাংলার ৩ লোকসভা ও ১ বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : লোকসভা ভোটের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। রবিবার পশ্চিমবঙ্গের তিন আসনে লোকসভা নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসের তরফে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হল। পাশাপাশি এক বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্যও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী, বনগাঁ কেন্দ্রে প্রদীপ বিশ্বাস, উলুবেড়িয়ায় আজহার মল্লিক এবং ঘাটালে ডা পাপিয়া চক্রবর্তীকে প্রার্থী করল কংগ্রেস। এছাড়াও ভগবানগোলা বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য অঞ্জু বেগমকে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস।

বুনডেসলিগা : প্রথমবারের মতো শিরোপা জিততে লেভাকুসেনের চাই আর মাত্র ৩ পয়েন্ট

বার্লিন, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : ইতিহাসে প্রথমবারের মতো লিগ শিরোপা জিততে শাবি আলোন্সোর দলের চাই আর মাত্র ৩ পয়েন্ট। শনিবার রাতে জার্মানির এই শীর্ষ লিগে ইউনিউন বার্লিনের মাঠে ১-০ গোলে জয় পায় লেভারকুজেন। এই জয়ে লিগ টেবিলে বায়ার্নের চেয়ে ১৬ পয়েন্টে এগিয়ে গেল লেভারকুজেন। আর বাকি ৬ রাউন্ডে আর একটি জয় পেলেই শিরোপা জয় নিশ্চিত করবে লেভারকুজেন। ২৮ ম্যাচে ২৪ জয় ও ৪ ড্র করে লেভারকুজেনের পয়েন্ট ৭৬। বুন্ডেসলিগায় এক মরসুমে টানা সর্বোচ্চ ২৮ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড করল তাঁরা। ২০১৫-১৬ মরসুমে এই রেকর্ডটি করেছিল বায়ার্ন। এই মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪১টি ম্যাচ খেলে একটি ম্যাচও হারেনি লেভারকুজেন। ২০১১-১২ মরসুমে ৪২ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ডটি ছিল য়ুভেন্তুসের। আর একটি ম্যাচ বুন্ডেসলিগায় জিতলেই এক মরসুমে টানা সর্বাধিক ম্যাচে অপরাজিত থাকার নতুন রেকর্ড যেমন করবে তেমনি উঁচিয়ে ধরবে প্রথমবারের মতো বুন্ডেসলিগার ট্রফি।

আগামীকাল চীনের প্রাচীরকে স্মরণ করার দিন

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি.স.): গোষ্ঠ পাল। একজন বিখ্যাত বাঙালি ফুটবল খেলোয়াড়। রক্ষণে তাঁর অসম্ভব দক্ষতার জন্য দৈনিক ইংলিশম্যান তাঁকে চিনের প্রাচীর উপাধি দিয়েছিলেন। গোষ্ঠ পাল বাংলাদেশের নড়িয়ার ভোজেস্বর গ্রামে ১৮৯৬ -র ২০ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশে তাঁর জন্ম হলেও কলকাতার 'সারদাচরণ এরিয়ান ইনস্টিটিউশন'—এ স্কুলজীবন কাটিয়েছেন। ১৯০৭ সালে মাত্র ১১ বছর বয়েসে কলকাতার কুমারটুলি ক্লাবে যোগ দেন। সেখানে খেলেছেন ১৯১৩ সাল পর্যন্ত। পরের বছর ১৯১২ সালে তিনি মোহনবাগান ক্লাবে যোগ দেন। এর আগের বছরই ১৯১১ সালে মোহনবাগান বিদেশীদের হারিয়ে স্মরণীয় আইএফএ শিল্ড জিতেছিল। ২৩ বছর মোহনবাগানে খেলেন। ৫ বছর মোহনবাগানের অধিনায়কও ছিলেন। এরপর ১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম যে দল গড়েছিল তাতে ছিলেন কিংবদন্তি ফুটবলার গোষ্ঠ পাল। ১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল হারকিউলিস কাপে খেলার জন্য মোহনবাগান ক্লাব থেকে তাকে হায়ারে নিয়েছিল এবং সেই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নও হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। তিনি ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব পান ১৯২৪ সালে। সেই সময় বুটপরা ইউরোপিয়ান খেলোয়াড়দের তিনি রুখে দিতেন খালি পায়ে খেলে। ভারতীয় দল নিয়ে ১৯৩৩—এ তিনি সিংহলে যান। বর্তমানে যার নাম শ্রীলংকা। তিনি হকি, ক্রিকেট ও টেনিসও খেলতেও পারদর্শী ছিলেন ১৯৩৫ সালে ফুটবল থেকে অবসর নেন। আজকের দিনে(৮ এপ্রিল) কলকাতায় পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান।

মেসি এলেন, মন জয় করলেন এবং গোলও করলেন, কিন্তু জিততে পারল না মায়ামি

আমেরিকা, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : টানা ৪ ম্যাচ জয় নেই ইন্টার মায়ামির। দুই ম্যাচ ড্র, দুটিতে হেরেছে লিওনেল মেসির ক্লাব। ইনজুরির কারণে প্রথম তিন ম্যাচে দলে ছিলেন না বলে এমনটাই হয়েছে বলে মেসি ভক্তরা মনে করেছিলেন। গত ১৩ মার্চ কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে ন্যাশভিলের বিপক্ষে চোট পেয়ে আর মাঠে নামেন তিনি। তাঁর অনুপস্থিতিতে দলও জয়ের দেখা পাচ্ছিল না। রবিবার এক অর্ধ মাঠে ছিলেন, গোলের দেখাও পেলেন,কিন্তু দলকে জেতাতে পারলেন না। রবিবার ভোর সাড়ে ৫টায় এমএলএসের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ইন্টার মায়ামি ও কলোরাডো। ম্যাচটিতে ২-২ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছে দুদল। কিন্তু মেসি নামার পরেও জয়হীন রইল মায়ামি। কলোরাডোর বিপক্ষে মেসি একটি গোলও করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে। এই ম্যাচে মেসি প্রথমার্ধের বিরতির পরে মাঠে নেমেছিলেন। সে সময়ে তার দল ১-০ গোলে পিছিয়ে ছিল। ম্যাচের ৫৭ মিনিটে মেসি গোল করে খেলায় ১-১ সমতা টানেন। তিন মিনিট পরে লিওনার্দো আফনসোর পরে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় মেসি বাহিনী। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে আবারও সমতা আসে ম্যাচে। তাতে ড্র নিয়েই দুদলকে মাঠ ছাড়তে হয়।

বিহারে উন্নয়ন দ্রুত গতিতে হচ্ছে : নীতীশ কুমার

নওয়াদা, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : বিহারে উন্নয়ন দ্রুত গতিতে হচ্ছে, এই মন্তব্য করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। রবিবার বিহারের নওয়াদায় একটি নির্বাচনী জনসভায় তিনি একথা বলেন। তিনি এদিন আরও বলেন, ২০০৫ সালের আগে বিহারের অবস্থা কী ছিল? আর এখন সেখানকার কী অবস্থা সেটা দেখুন? বিহারে যাতায়াতের কোনও রাস্তা আগে ছিল না, আর আজ রাস্তা তৈরি হওয়ায় সেই সমস্যা মিটেছে। সেই কথা কখনও ভুলবেন না আপনারা। আপনারা কোনও চিন্তা ছাড়া ঘুরে বেড়াতে পারেন। এদিনের এই জনসভায় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত রয়েছেন। সবাই জানে উনি কী কাজ করেছেন। তাই আমি হৃদয় থেকে ওঁনার প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্বামী ও স্ত্রী (লালু যাদব এবং রাবড়ি দেবী) ১৫ বছর রাজত্ব করেছেন কিন্তু বিহারে কোনও কাজ হয়নি বলেও তিনি তোপ দাগেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল : জিতেন্দ্র পাটোয়ারী

ভোপাল, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী মোদীর ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল, মন্তব্য করেন মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি জিতেন্দ্র পাটোয়ারী। রবিবার তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রের মোদী সরকারকে তোপ দাগেন। তিনি এদিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল, তিনি মোদীর গ্যারেন্টি হিসেবে গমের জন্য ২৭০০ এবং ধানের জন্য ৩১০০ টাকা সমর্থন মূল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটাই বা কোথায় গেলো? এইসব প্রশ্নের উত্তর প্রধামন্ত্রী মোদীকে দিতে হবে।মধ্যপ্রদেশের মানুষ শিবরাজ সিং চৌহানের মুখ দেখে এবং ''লাডলি বেহনা'' প্রকল্পের পক্ষে ভোট দিয়েছেন কিন্তু আপনি এমন একজনকে মুখ্যমন্ত্রী করেছেন যিনি এই পদের যোগ্য নন, বলেও তিনি এদিন কটাক্ষ করেন।

''বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে'' শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের

ভোপাল, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : ''বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে'' মধ্যপ্রদেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তিনি রবিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'সর্ভে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ। ''বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে'' আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা ! এই উপলক্ষ্যে আসুন আমরা সবাই স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার এবং একটি সুস্থ, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ গঠনে সংকল্প করি।'

গ্রেটার নয়ডার রেস্তোরাঁয় আগুন; কোনো হতাহতের নেই

গ্রেটার নয়ডা, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডার একটি রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ আগুন লাগে। শনিবার রাতের এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। দমকলের এক আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

দমকল বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুন লাগার খবর পাওয়ার পরই দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। দমকলকর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লেগে কেউ আহত বা নিহত হননি। এর আগে বুধবার উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদ জেলার ভাইসালি এলাকায় একটি গাড়ির শোরুমে ভয়াবহ আগুন লেগেছিল। এক আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

প্রিমিয়ার লিগ : ক্রিস্টালকে হারিয়ে দুইয়ে উঠে এল ম্যানচেস্টার সিটি

ম্যানচেস্টার, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে শনিবার ক্রিস্টালকে ৪-২ গোলে হারাল ম্যানচেস্টার সিটি। ম্যান সিটির হয়ে দুটি গোল করেছেন কেভিন ডি ব্রুইনা, একটি করে গোল করেছেন রিকো লুইস এবং আর্লিং হলান্ড। এই ম্যাচের আগে টানা দুই ম্যাচ ড্র করে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল পেপ গার্দিওলার দল ম্যান সিটি। গতকাল প্রতিপক্ষের মাঠে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ভালো শুরু করতে পারেনি। ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই প্যালেসকে এগিয়ে নেন ফিলিপ মাতেতা। তবে সেখান থেকে দারুণ ভাবে ফিরে আসে তাঁরা। এরপর একের পর এক আক্রমণে গিয়ে প্যালেসকে বিধ্বস্ত করে দাপুটে জয় তুলে নিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ানরা। এই জয়ে আর্সেনালকে পেছনে ফেলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল ম্যানচেস্টার সিটি। ৩১ ম্যাচে তাঁদের পয়েন্ট হল ৭০। আর এক ম্যাচ কম খেলে ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে আর্সেনাল। শীর্ষে থাকা লিভারপুলের পয়েন্ট ৩০ ম্যাচে ৭০।

ছুটির দিনে সকাল থেকেই প্রবল বৃষ্টি একাধিক জেলায়

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : ছুটির দিনে রবিবার সকাল থেকেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে পশ্চিমবাংলার একাধিক জেলায়। এদিন সকাল থেকেই আকাশের মুখভার। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী সব জেলাতেই মেঘলা আকাশ চোখে পড়ে। তীব্র তাপপ্রবাহ কাটিয়ে এদিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। আজ সকালেই বজ্রবিদ্যুত সহ প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় তারকেশ্বর-সহ হুগলি জেলার বিভিন্ন এলাকায়। কালো মেঘে ঢেকে যায় চারপাশ। বজ্রবিদ্যুত-সহ ভারী বৃষ্টিপাত চলছে আরামবাগেও। আবহওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানেও ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনার কিছু এলাকায়। জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা।

বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী পন্ডিত রবিশঙ্করকে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন মুখ্যমন্ত্রী যাদবের

ভোপাল, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী পন্ডিত রবিশঙ্করকে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তিনি রবিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'আমি ভারতরত্ন পণ্ডিত রবিশঙ্কর জিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ এবং সেতার বাদক রবিশঙ্কর ভারতীয় সঙ্গীতকে বিশ্বে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।'

ধর্মতলায় শপিং মলে বজ্রপাত, রক্ষা পথচারীদের

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি. স.): রবিবার কলকাতার ধর্মতলার একটি বহুতল শপিং মলে বাজ পড়ে দুর্ঘটনা ঘটলো। বাজ পড়ে ভেঙে যায় বহুতলের পিলার। পিলারের পাথর গিয়ে ছিটকে পড়ে রাস্তায়। অল্পের জন্য রক্ষা পান পথচারীরা। ছুটির দিন হওয়াতে বড় ক্ষতি হয়নি বলে জানা গেছে। শপিং মলের পিলারের অংশ ভেঙে প্রায় ১০০ মিটার দূরে ছিটকে পড়ে। এই ঘটনার জেরে এলাকায় সাময়িকভাবে আতঙ্ক ছড়ায়।

লোকসভা নির্বাচনের আবহে ড্রাই ডে ঘোষণা দিল্লি আবগারি দফতরের

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : লোকসভা নির্বাচনের আবহে ড্রাই ডে ঘোষণা দিল্লি আবগারি দফতর। দিল্লি সরকার লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে ৫টি ড্রাই ডে ঘোষণা করেছে। এই পাঁচটি ড্রাই ডে-র মধ্যে তিনদিন এপ্রিলে, একটি মে মাসে এবং আরেকটি জুন মাসে।

জানা গেছে, দিল্লির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উত্তর প্রদেশের কিছু অংশে দিল্লি সরকারের আবগারি দফতর নির্দেশ জারি করেছে যে, দিল্লিতে আগামী ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকে ২৬ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মদের দোকানে ড্রাই ডে থাকবে। অর্থাৎ দোকান বন্ধ থাকবে।

একইসঙ্গে দিল্লি সংলগ্ন উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ, গৌতম বুদ্ধ নগর এবং বাগপত জেলা থেকে ১০০ মিটার দূরত্বে ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকে ২৬ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ড্রাই ডে থাকবে বলে জানা গেছে।

নভি মুম্বইয়ে ৩ বাংলাদেশি-সহ ৫ জন গ্রেফতার

মুম্বই, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : নভি মুম্বইতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের কারণে পুলিশ বেশ কয়েকটি এলাকায় অপরাধীদের সন্ধানে অভিযান শুরু করেছে। এই অভিযান চালিয়ে পুলিশ রবিবার ৩ বাংলাদেশি-সহ মোট ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। বাংলাদেশের এই ৩ নাগরিক অবৈধভাবে বসবাস করছিল বলে অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে, নভি মুম্বই পুলিশ কমিশনারেট এলাকার নেরাল এবং ঘানসোলিতে অভিযুক্ত এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্য অনুসন্ধান অভিযান চালানো হয়।

বাংলার মানুষ তৃণমূলের দুর্নীতি আর কুশাসনে ক্লান্ত: নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি. স.): রবিবার ফের একবার বাংলায় মেগা সভা করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে রবিবার সকালে বিহারের নওয়াদা এবং জলপাইগুড়িতে বিকেলে সভা মোদীর।

রবিবার বাংলায় মেগা র‍্যালি করার আগে সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন প্রধানমন্ত্রী। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'আজ বিকেলে, আমি জলপাইগুড়ির মানুষদের মধ্যে থাকব একটি সমাবেশে ভাষণ দিতে। ওখানে বঙ্গ বিজেপির প্রতি অসাধারণ জনসমর্থন রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ টিএমসির দুর্নীতি আর কুশাসনে ক্লান্ত। একমাত্র বিজেপি ওঁদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। এছাড়া বিহার প্রসঙ্গে রবিবার প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'বিহারে ফের বিজেপি-এনডিএ-র তুমুল ঢেউ দেখা যাচ্ছে। আজ সকাল ১১টা নাগাদ নওয়াদার জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্য উচ্ছ্বসিত। কারণ আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হবে।'

গ্যারি কারস্টেনকে নতুন কোচ নিয়োগ করতে যাচ্ছে পিসিবি

করাচি, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টির কোচ হিসেবে গ্যারি কারস্টেনকে বাবরদের কোচ করছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। আইপিএল শেষে হবে পাকা চুক্তি। উল্লেখ্য ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর থেকে পাকিস্তান ক্রিকেটে কোন স্থায়ী কোচ নেই। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কোচের নাম শোনা গেছে কিন্তু বাস্তবে তা রূপ নেয়নি। এবার সম্ভবত বিষয়টা নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছে পিসিবি। বিশ্বকাপের জন্য দুজন হাই প্রোফাইল কোচকে নিয়োগ করতে যাচ্ছে তাঁরা। ভারতকে বিশ্বকাপ জেতানো কোচ গ্যারি কারস্টেনের ওপর সাদা বলের সব দায় থাকবে। অর্থাৎ ওয়ানডে এবং টি-২০ ক্রিকেটের জন্য তারসঙ্গে চুক্তি প্রায় পাকা। কোচ হিসেবে যোগ দিয়ে তাঁর প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট হবে যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের টি-২০ বিশ্বকাপ। কারস্টেন এখন ব্যস্ত আইপিএল নিয়ে। তিনি ২০২২ সাল থেকে গুজরাট টাইটান্সের ব্যাটিং কোচ।চলতি সিজন শেষ করেই পাকিস্তানের ওয়ানডে এবং টি-২০ কোচ হিসেবে কাজ শুরু করতে পারেন তিনি।

ওয়াসিম জেলায় দু'টি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত দুই

মুম্বই, ৭ এপ্রিল(হি.স.): মুম্বইয়ের ওয়াশিম জেলার মংরুলপির তহসিলের মহাসড়কের শেন্দুরজানা মোড়ে একটি ট্রাক ও একটি বোলেরো পিকআপের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দুইজন। হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত দুজনকে নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করে।দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে।

পুলিশ জানিয়েছে, লাসলগাঁও থেকে পেঁয়াজ নিয়ে একটি ট্রাক নাগপুর যাচ্ছিল। এরপর হাইওয়ের শেন্দুরজনা মোড়ে নাসিক থেকে নাগপুরের দিকে আঙ্গুর নিয়ে দ্রুত গতিতে আসা একটি বোলেরো পিকআপ গাড়ি পেছন থেকে ট্রাকটিকে ধাক্কা দেয়। এরপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটি অন্য আর একটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন ঘনশ্যাম প্যাটেল ও রাজা আহিরওয়াল। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় রেসকিউ টিম ও পুলিশ প্রশাসন। আহতদের সঙ্গে সঙ্গে একটি অ্যাম্বুলেন্সের সাহায্যে নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কর্ণাটকের চিত্রদুর্গায় বাস দুর্ঘটনায় নিহত ৪, আহত ৩০

চিত্রদুর্গা, ৭ এপ্রিল (হি. স.): যাত্রী বোঝাই বাস উল্টে ভয়াবহ দুর্ঘটনা কর্ণাটকের চিত্রদুর্গায়। রবিবার সাতসকালে বেঙ্গালুরু থেকে গোকর্ণ যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি। দুর্ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান দুজন। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয়েছে আরও দুই যাত্রীর। আহত অন্তত ৩০। আহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে সূত্রের খবর।

জানা গেছে, অন্ততপক্ষে ৫০ জন যাত্রী ছিল ওই বাসে। আহতদের উদ্ধার করে হোলালকেরে তালুক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনায় ৩০ জনেরও বেশি যাত্রীর আহত হওয়ার খবর এসেছে। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয়েছে ওই দুই যাত্রীর। এখনও অবধি দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ঘটনার একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানাচ্ছে, ওই রাস্তায় প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বড় গাড়ি। যার জেরে আহত ও নিহত হন বহু মানুষ।

রবিবার জম্মু ও কাশ্মীর-সহ দেশের একাধিক স্থানে ভূমিকম্প

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি. স.): শনিবারের পর রবিবারও জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ারে কেঁপে ওঠে মাটি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস) জানিয়েছে, রবিবার ভোররাতে জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলায় ৩.৫ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির মতে, মধ্যরাত ২.৫০ মিনিটে ভূমিকম্প হয়। মাটি থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পটি হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে যে, কম্পনের তীব্রতা ছিল ৩.৫ মাত্রার।

রবিবার সকালে লাদাখেও ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের উতসস্থল ছিল কার্গিল। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৪। গভীর রাতে ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৩। তবে এখনও পর্যন্ত কোথাওই হতাহতের খবর নেই।

৪০ বছর পর কোপা দেল রে জিতল অ্যাথলেটিকো বিলবাও

স্পেন, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : ৪০ বছর পর কোপা দেল রে জিতল অ্যাথলেটিকো বিলবাও। ১৯৮৪ সালে শেষবার তারা কোপা দেল রে জিতেছিল। এই অচলায়তন কাটল শনিবার। ফাইনালে তারা মায়োর্কাকে হারিয়েছে টাইব্রেকারে। নির্ধারিত সময়ের খেলা ১-১ গোলে শেষ হয়। মায়োর্কার দানি রদ্রিগেজের পর অ্যাথলেটিকের হয়ে গোল করেন ওইহান সানচেট। ডি কারতুজা স্টেডিয়ামে টাইব্রেকারে ৪-২ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে অ্যাথলেটিকো। এটা অ্যাথলেটিকোর ২৪—তম কোপা দেল রে শিরোপা। সর্বোচ্চ কোপা দেল রে শিরোপা জিতেছে বার্সেলোনা, ৩১টি।

মোদী ১৪০ কোটি দেশবাসীর জন্য কাজ করতেই জন্মেছেন: প্রধানমন্ত্রী মোদী

পাটনা , ৭ এপ্রিল (হি.স.) : মোদী ১৪০ কোটি দেশবাসীর জন্য কাজ করতেই জন্মেছেন, মজা করতে নয়, এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে রবিবার বিহারের নওয়াদার জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকেই একথা বলেন

মানবাধিকার ও চিত্তের স্বাধীনতা

Freedom only for the supporters of one party is on freedom at all.Freedom is always and exclusively freedom for those who think differently

উক্তিটি মার্কসবাদী দার্শনিক, জন্মসূত্রে পোলিশ এবং প্রথমে পোলিশ ও পরে জার্মান লুক্সেমবার্গের, আবিশ্ব যাঁর সার্ধশতজন্মাবর্ধ উদযাপিত হয়েছে গত বছর। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতার জন্য বারংবার, এমনকী স্বয়ং লেনিনের সঙ্গেও বিতর্কে প্রবৃত্ত মানুষটির এই উক্তিটি মুক্তচিন্তার অনুশীলনে তাঁর সুগভীর প্রতীতি, স্বাধীন চিন্তাভাবনার পরিসর বিস্তৃতির জন্য তার আন্তরিকতা ও দুরদর্শিতার পরিচয়ত্ত হয়ত সর্ককালে ও সর্বসময়ে প্রযোজ্য। যদিও অবশ্য ১৯১৯ এর জানুয়ারিতেই জার্মানিতে নৃশংসভাবে হত স্বাধীনচেতা এই আগুনপাখির হয়ত জানার সুযোগ হয়নি যে রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পর থেকেই মহামতি লেনিনের নির্দেশে সারা দেশে অসংখ্য শ্রমশিবির স্থাপনের কাজ আর্ত হয়, যেখানে সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দিদেরও পাঠানো হত বাধ্যতামূলক শ্রমদানের জন্য এবং এগুলি ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। এক শৃঙ্খলমোচনের স্বপ্নের মোহে আরও এক সুকঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার সে অধ্যায় শুরু হওয়ার আগেই পূর্বানুমানে তার বলিষ্ঠ দ্বার্থহীন উচ্চারণে ছিল এক অমোঘ চেতাবনি। আর তার মৃত্যুর প্রায় এক মাস আগে রাশিয়ার কিসলভোডিস্কে জন্ম খাঁর সঙ্গে বয়সের ব্যবধান প্রায় অর্ধশতক হলেও তাদের মনন-চিন্তন ও অনুভূতিতে ছিল এক অন্তলীন সাযুজ্য। এও হয়ত আশ্চর্য এক সমাপতন যে বিশ্বমানবাধিকার দিবসের পর দিনই ১১ ডিসেম্বর ভূমিষ্ঠ সোলঝেনিৎসিনের লেখনীতে এবং উচ্চারণে সতত ধ্বনিত হয়েছে মানবাধিকারেরই কথা- যে নির্ভীক উচ্চারণের জন্য বারংবার চরমভাবে নির্যাতিত হয়েছেন রাষ্টক্তির দ্বারা। রুশ বিপ্লবের প্রায় সমসাময়িক হলেও যে সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এই বিশ্ববরেণ্য লেখকের একমাত্র প্রাপ্ত রাষয় পুরস্কার বারংবার কারাবাস এবং নির্বাসন এবং অবশেষে স্বদেশ থেকে বিতাড়ন তা আজ অবলুপ্ত হলেও তিনি এবং তার সৃষ্টি আজও অমর। রস্টভ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের এই স্নাতকের সাহিত্য আর ইতিহাসেও ছিল অদম্য আকর্ষণ। ১৯৪০-এ সহপাঠিনী নাতালিয়া আলেক্সিভা রেস্তোভস্কায়াকে বিয়ে করলেও দাম্পত্যজীবন অপেক্ষা অধিক তন্নিষ্ঠ ছিলেন পাঠ আর অধ্যয়ন, মার্কস দর্শন অনুধ্যানে। ১৯৪১-এ জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করায় সেনাবাহিনীতে যোগদানের ডাক এলে দেশাত্ববোধে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহী একনিষ্ঠ লেনিনভক্ত, রস্টভেরই এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অঙ্ক ও জ্যোতির্বিানের শিক্ষক (সোলঝেনিৎসিন স্বেচ্ছায় গেলেন যুদ্ধে।

দক্ষতা ও কৃতিত্বের জন্য সোভিয়েত

সামরিক পদকে ভূষিত হলেও বিজয়গর্বে মত্ত লাল ফৌজের সাধারণ জার্মান নাগরিকদের সবকিছু লুণ্ঠন ও জার্মান মেয়েদের ধর্ষণ করার ঘটনার পর্যবেক্ষণ জনৈক বন্ধুর কাছে পত্রে জ্ঞাপনের অপরাধে. গ্রেফতার এবং যথারীতি বন্দি শিবিরে নির্বাসনের মধ্য দিয়ে

তার দুর্গম জীবনের আরন্ত। এই বন্দিশিবিরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল তীর প্রথম উপন্যাস 'ওয়ান ডে ইন দ্য লাইফ অফ ইভান দেনিসভিচ'। রাজনৈতিক বন্দিশিবিরের এক মর্মস্পশী এবং প্রত্যক্ষ বিবরণ তার অমর লেখনীর মাধ্যমেই বিশ্ববাসী প্রথম জানতে

পারল এবং টক্কানিনাদে এ যাবৎ প্রচারিত এবং স্বরঞ্জিত কল্পনার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূঢ় বাস্তবতা প্রকাশ্যে এল এই সাহিত্যিক ভাষ্যে। হয়ত সে কারণে অস্যার্থে সোলঝেনিৎসিনকে বন্দিশিবিরে প্রেরণ শাপে বর। জার্মান মহিলা ভেবে লালফৌজের এক পোলিশ মহিলাকে গণধর্ষণ ও হননের ঘটনার গুলাগ শিবিরে অবস্থানকালে তার রচিত বারো শতাধিক পংক্তি বিশিষ্ট দীর্ঘ কবিতা "প্রুশিয়ান নাইটস"।

প্রকাশিত হয়েছে তার ম্যাগনাম ওপাস "গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে" লিপিবদ্ধ হয়েছে এভাবে : গত তিন সপ্তাহ যাবত জার্মান ভূমিতে লড়াই চলাকালে আমরা সবাই জানতাম, জার্মান মেলে পেলে বলাৎকারের পর গুলি করে মেরে ফেলা চলত

এবং তদ্দারা সে সৈনিকের ইজ্জত বাড়ত। ভালিন জমানায় সন্দেহের বশে বিভিন্ন নাগরিকের অদ্ভুত এবং

তঞ্চকতাপূর্ণ কৌশলে গ্রেফতারের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে নিজের গ্রেফতারের ঘটনাও বিবৃত হয়েছে বিশ্বের পয়ত্রিশটি ভাষায় অনুদিত সে গ্রন্থে। বিরেগেড কমান্ডার তাঁর দফতরে ডেকে পিস্তল ফেরত চাইলেন। অসদুদ্দেশ্যে সন্দেহ না করে পিস্তলটি তাকে দিলাম। ঘরের কোণে দাঁড়ানো স্থানুবৎ অফিসারমণ্ডলীর দুটি প্রতি গুপ্তচর-বিভাগীয় অফিসার হঠাৎ দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে চার হাত দিয়ে আমার টুপি থেকে তারকা, কাধ থেকে কীধপট, অফিসারের

বেল্ট এবং মানচিত্রের বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, "আপনাকে গ্রেফতার করা হল।" মাথা থেকে পা অবধি ভুলতে ভুলতে জিজ্ঞেস করলাম- আমাকে? কেন?

যদিও সাধারণত এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না, আমি আশ্চর্যজনকভাবে পেলাম। স্মরণীয়, এই ব্যতিক্রম আমাদের রীতিবিরুদ্ধ। সোভিয়েত সেনার প্রতি গুপ্তচরসংস্থা স্মার্ক এর অফিসাররা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল... এর মধ্যে স্পষ্ট, শুনলাম আমার নাম ধরে কেউ ডাকছে।... ব্রিগেড কমান্ডারের আশ্চর্য অচিভনীয়ত্ত আদেশ ভেসে এল" "সোলঝেনিৎসিন, এখানে এসো।" পলকে ঘুরে স্মার্শের লোকগুলোর হাত ছাড়িয়ে কমান্ডারের টেবিলে যাওয়ার চেষ্টা করলাম... উনি মামুলি বিষয়ে কোনওদিন আলাপ করেননি। ওর মুখ দেখে মনে হল চিন্তাগ্রস্ত। প্রথম ইউক্রেনিয় ফ্রন্টে তোমার কোনও বন্ধু আছে? উনি ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রশ্ন করা নিষেধ। আপনার প্রশ্ন করার অধিকার নেই।' চেঁচিয়ে উঠলেন প্রতিগুপ্তচর বাহিনীর ক্যাপ্টেন এবং মেজর আমাদের

কর্নেলের উপর।

আমি সমস্ত ব্যাপারটা এতক্ষণে ধরতে পারলাম। তখনই পরিষ্কার হল, স্কুল জীবনের আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুঝলাম কোনদিক থেকে বিপদের আশঙ্কা।

কমান্ডার উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে

দিলেন- তোমার মঙ্গল হোক।

যা হোক গ্রেফতার এবং যথারীতি বন্দি শিবিরে প্রেরণ এবং তৎপরে নির্বাসনের মধ্য দিয়ে তীর দুর্গম জীবনের আরন্ত। গ্রেফতারের পর প্রাথমিক ঠাঁই হওয়া বন্দিশালা, এক জার্মান চাষির বাড়িতে অবস্থিত অস্থায়ী শাস্তি কুঠুরীটির বর্ণনাও দিয়েছেন-ঘরটি ছিল দৈর্ঘ্যের এক মানুষ। তিনজন শুলে ঘেঁষাঘেঁষি হত, চারজন হলে চাপাচাপি। মাঝরাতের পর চতুর্থ ব্যক্তি, আমাকে ওই ঘরে ঢুকিয়ে দিল। ধোঁয়াটে লণ্ঠনের আলোয় ঘুমন্ত চোখ মেলে তিনজন বন্দি একটি সরে শুল, যাতে আমি খানিক ওদের পাশে এবং খানিক উপরে শুতে পারি। ক্রমে দেহের ভারে ওদের মাঝখানে জায়গা করে নিলাম। অতঃপর চারটি ওভারকোট পরা দেহ খড়ের উপর শুয়ে দরজার দিকে আটটি বুট পরা পা মেলে দিল। ওরা ঘুমাচ্ছিল, আমি জছিলাম। মাত্র আটদিন আগে ছিলাম আত্মসন্তুষ্ট ক্যাপ্টেন। মেঝেয় ওদের সঙ্গে ঠেসাঠেসি করে শুতে কষ্ট হওয়ারই কথা। হাতেপায়ে ঝিঁঝি ধরে বার কয়েক চারজন একসঙ্গে পাশ ফিরছিলাম। ১৯৫৩-য় দণ্ডাদেশ অবসানে নির্বাসনে দক্ষিণ কাজাকিস্তানের এক গ্রামে থাকাকালীন কর্কট রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসার জন্য

তাসখন্দের এক হাসপাতাল জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল ক্যান্সার ওয়ার্ড। "ফার্স সার্কেল" বা প্রথম বৃত্ত উপন্যাসের তিনদিন ব্যাপ্ত ঘটনাবলির অকুস্থল ম্যাব্রিনো অঞ্চলে অবস্থিত এক বিশেষ কারাগারে এক উচ্চতর গবেষণা সংস্থা যেখানে গবেষকরা অতিউচ্চযোগ্যতা সম্পন্ন রাজনৈতিক বন্দি।

সর্বশেষ গ্রন্থ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত 'গুলাগ আর্কিপেলাগো'তে একজন প্রত্যক্ষদশী ও বন্দিজীবনে ভুক্তভোগীর যন্ত্রণার এমন অনুপুকবিবরণ লেখকের মানসিক দৃঢ়তা ও সাহস এবং অধ্যাবসায়ের যে সাক্ষ্য বহন করে তা অবশ্যই শ্রদ্ধায় কুর্নিশযোগ্য। বলা বাহুল্য, বিপ্লবোত্তর সোভিয়েতের সুদীর্ঘ ইতিহাস একরৈখিক নয়, অনেকাংশ

আলোকজ্জ্বলও নয়-- বাস্তবিক এক আগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থার গুপ্ত নখর-দন্তে বারংবার নিপীড়িত হয়েছে মনুযাত্ব, সর্বহারার একনায়কত্ত প্রতিষ্ঠার স্ব দেখিয়ে যে ব্যবস্থা হরণ করেছে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা, রুদ্ধ করেছে মনন ও মনীষার স্বাভাবিক বিকাশ ও প্রকাশকে। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য জিজ্ঞাসাবাদের সময় কী নির্মম পন্থা অবলম্বন করা হত তার কিছু বিবরণ দিয়েছেন সোলঝেনিৎসিন এই গ্রন্থে, যা উল্লেখ না করলেই নয় চেকভের বছর পর ভেবে মরত, তাদের যদি বলা হত চল্লিশ বছরের ভি গুঁভিতর রুশ দেহে নির্যাতনসহ জিজ্ঞাসাবাদ চালু হবে, বন্দিদের মাথা লোহার রিং এর মধ্যে চেপে দেওয়া হবে; মানুষকে অ্যাসিডের চৌবাচ্চায় ঠেসে ধরা হবে; উলঙ্গ বন্দিকে ছারপোকা আর পিঁপড়ের মধ্যে ঠেসে ধরা হবে; একটি লৌহশলাকাকে স্টোভে উত্তপ্ত করে বন্দির গুহ্যদ্বারে ঢোকানো হবে; দেওয়া হবে; এবং ওই সম্ভাব্য সুন্দরতম অবস্থায় বেদম প্রহারের পর জল এবং নিদ্রা বঞ্চিত করে তাকে নিগীড়ন করা হবে, চেকভের কোনও নাটকই শেষ পর্যন্ত অভিনীত হত না। সবকটি নায়কই তার আগে উন্মাদশালার বাসিন্দা হতে বাধ্য হতেন। 'গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ'এ এক জায়গায় সোলঝেনিৎসিন বলেছেন- There is nothing that so assists the awakening of omniscience withing us as insistent thoughts about one's own transgressions, error, mistakes. After difficult cycles of such ponderings over many years, whenever I menntiond the haearlesness of our highest-ranking bureaucrts of our executor,Imenntiond the heartlessness of our highest-ranking bureaucats,the eruelty of our exccutor,I remember myself in my captain's shoulder boards and the forward march of my battery through East prussia enshrouded in fire and I say\ 'So were we any better"

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রবিবার দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখীর সতর্কতা, ৫০-৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি. স.): রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সাত জেলায় কালবৈশাখীর পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সঙ্গে ৫০-৬০ কিমি বেগে দমকা হাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। কালবৈশাখীর জন্য সতর্কতা দেওয়া হয়েছে দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া এবং দুই বর্ধমান জেলায়।

যে সাত জেলায় কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে রবিবার ও সোমবার বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলবে বুধবার পর্যন্ত। আগামী দু থেকে তিন দিনে রাজ্যজুড়েই দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে ঝড়-বৃষ্টির কারণে।

বাংলাদেশের সশস্ত্র সংগঠন কেএনএফের সঙ্গে আশপাশের সন্ত্রাসীদের যোগাযোগ আছে : ড় হাছান মাহমুদ

কিশোর সরকার

ঢাকা, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি সশস্ত্র সংগঠন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) সঙ্গে আশপাশের সন্ত্রাসীদের যোগাযোগ আছে বলে বলেছেন বিদেশমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, তাদের নির্মূল করতে সরকার বদ্ধপরিকর।

শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় চট্টগ্রাম নগরের দেওয়ানজি পুকুর লেনের ওয়াইএনটি সেন্টারে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন বিদেশমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। সে সময় এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই কথা বলেন।

বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, কেএনএফের সঙ্গে আশপাশের সন্ত্রাসীদেরও যোগাযোগ আছে, পার্শবর্তী দেশে যারা ইতিমধ্যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছিল, তাদের অস্ত্রশস্ত্র তাদের (কেএনএফ) কাছে এসেছে বলে জানা গেছে। তাদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান শুরু হয়েছে, ইতিমধ্যে ব্যাংকের ব্যবস্থাপককে মুক্ত করা হয়েছে। তাদের নির্মূল করতে সরকার বদ্ধপরিকর।

রায়গঞ্জের সভা থেকে মোদীর 'আক্রমণের জবাব' মমতার

উত্তর দিনাজপুর, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : দু'দিন আগে কোচবিহারে সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখান থেকে একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেছেন তিনি। কেন্দ্রীয় প্রকল্প রাজ্যে প্রয়োগ না করতে দেওয়া নিয়েও কটাক্ষ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শনিবার রায়গঞ্জের সভা থেকে মোদীর সেই আক্রমণের জবাব দিয়েছেন মমতা।

এদিন মমতা পাল্টা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন, কেন কেন্দ্রের 'আয়ুষ্মান ভারত' রাজ্যে করতে দেওয়া হয়নি। সেই সঙ্গে জলপাইগুড়ির ঘূর্ণিঝড় প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতাকেও কটাক্ষ করেছেন। মমতা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী বলে গেলেন বাংলার সরকার আমার কথা শোনে না। কেন শুনব? আমরা কি বিজেপির চাকর? যেটায় মানুষের লাভ হবে, আমি সেটা করব। বিজেপির লাভ আমি করব কেন?" তার পরেই 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর প্রসঙ্গ তোলেন মমতা।

কোচবিহার থেকে মোদী বলেছিলেন, "বাংলার জন্য যা উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে আসি, তৃণমূল সরকার তা চালু করতে দেয় না। 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প এখানে চালু করতে দেয়নি মমতার সরকার। এখান থেকে কেউ কোনও কাজে বাইরের রাজ্যে গেলে চিকিৎসার খাতে ওই প্রকল্পে টাকা পেতেন। সেটা করতে দেয়নি।"

জবাবে মমতা বলেন, "আমরা কেন 'আয়ুষ্মান ভারত' করব? আমাদের তো 'স্বাস্থ্যসাথী' আছে। আমাদের এই প্রকল্পে রাজ্যের ন'কোটি মানুষ সাহায্য পান। 'আয়ুষ্মান ভারত' সকলের জন্য নয়। ওই প্রকল্পে সুবিধা হবে এক কোটি মানুষের। তা হলে আমি কেন ওটা করতে দেব? বাকি আট কোটি মানুষ কোথায় যাবেন?"

জলপাইগুড়ির ঘূর্ণিঝড়ে চার জনের মৃত্যু প্রসঙ্গে মমতা বলেন, "দুর্যোগের পরে এলেন কোচবিহারে, দুর্যোগ নিয়ে একটা কথা নাই ওঁর মুখে! আসলে দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য রাজ্য সরকার টাকা দেবে। আর উনি নাম কিনবেন।"

সুষ্ঠ নির্বাচনের লক্ষ্যে ধলাই

● আটের পাতার পর

ভোট করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি। আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী ব্যবস্থা করা হয়েছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য শুনেছি। উনারা আমাদের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। নির্বাচন সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিজেপির রামনগর কেন্দ্রের

● আটের পাতার পর

মনোনীত প্রার্থী সহ যুব মোর্চা রাজ্য সভাপতি সুশান্ত দেব। হুডখোলা গাড়ি দিয়ে মনোনীত প্রার্থী ও যুব মোর্চার সভাপতি বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। রাজধানীর আখাউড়া রোড স্থিত ৩৫ নং ওয়ার্ড থেকে শুরু হয় বাইক র‍্যালি। এদিন বাইক র‍্যালিটি বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

বাইক র‍্যালিতে উপস্থিত প্রার্থী দীপক মজুমদার বলেন, সাত রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মনোনীত প্রার্থী সহ লোকসভার পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে জয়যুক্ত করার জন্য জনগণের কাছে সমর্থন চাওয়া হয়। জনগণের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে বলে জানান তিনি।

বিজেপি ছামনু মন্ডল কমিটির

● আটের পাতার পর

সভাপতি মোহনলাল চাকমা এবং জেলা কমিটির সদস্য মাধব বড়ুয়া উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী শ্রী নাথ, কংগ্রেস কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়েন যে, কেন আপনারা সিপিএম কে ভোট দেবেন? সিপিএম আমলে বহু কংগ্রেস কর্মী সমর্থক খুন হয়েছেন, কেন কোন বিচার পায়নি। ছৈলেংটায় রেবতীসরকার, নিশিকান্ত চাকমা, প্রহ্লাদ মজুমদার খুন হয়েছেন, কিন্তু কোন বিচার পায়নি। সিপিএম কেডাররা খুন করেছেন, কিন্তু কোন শাস্তি হয়নি কেডারদের। কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সাধারন মানুষকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা তুলে দিয়েছেন।

তাই আগামী লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদির হাত শক্ত করতে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে কৃর্তি দেববর্মণকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান করেন তিনি।

ভোটের মরশুমেও চুরির

● আটের পাতার পর

হয়, উনি উনার স্ত্রী সহ আশেপাশের লোককে ডেকে ভাস্কর সেনগুপ্তকে ফোনে জানান। ভাস্কর সেনগুপ্তের নির্দেশ অনুযায়ী ধর্মনগর থানায় খবরা-খবর জানানো হয়। দেখা যায় ঘরের ভেন্টিলেটর ভেঙ্গে চোর ঘরে ভেতরে প্রবেশ করে তছনছ করে রেখেছে। তবে বাড়ির মালিক না থাকায় কি পরিমাণ এবং কত ক্ষতি হয়েছে তার মূল্যায়ন দেওয়া সম্ভব হয়নি। এলাকাবাসীসহ প্রত্যেকে এই বাড়িতে চুরি হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেছে। অবিলম্বে রাত্রিকালীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করার দাবি উঠেছে।

উত্তর জেলা চষে

● আটের পাতার পর

টিংকু রায় জানান শনিবার ধর্মনগর যেভাবে জনটল পরিলক্ষিত হয় তাতে বিজেপি এই আসনে যে বিশাল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করছে তার নিশ্চিত। তবে ব্যবধানটা আরো কত বেশি বাড়ানো যায় তাই হচ্ছে আমাদের মূলউদ্দেশ্য। শুধুমাত্র ধর্মনগর নয় যুবরাজনগর এর ক্ষেত্রেও ব্যবধানটা যাতে আরো বেড়ে যায় তার জন্য পার্টি কার্যকর্তারা মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে। এখানেও নরেন্দ্র মোদির উন্নয়নই হচ্ছে এই লোকসভা নির্বাচনে ভোটের মূল ইস্যু। সবাইকে দলে দলে ভোট প্রদান করে বিজেপির জয়ের ব্যবধানটা আরো বাড়িয়ে তুলতে মন্ত্রী সবাইকে আহ্বান জানান।

শ্যাম সুন্দর কোং

● আটের পাতার পর

শুরু হওয়া এই প্রদর্শনী চলবে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত। প্রদর্শনীর সময় বিকেল ৩টে থেকে রাত ৮ পর্যন্ত।

এদিন আরো অন্যান্য বিশিষ্ট্য অতিথি উপস্থিত হয়েছিলেন।

প্রদর্শনীতে অভিনেত্রী মুনমুন সেন মা সুচিত্রা সেনের সিনেমার পোস্টারগুলো দেখে বার বার পুরোনো দিনে ফিরে যাচ্ছিলেন। মায়ের নানা কথা তাঁর স্মৃতিতে ভিড় করে আসছিল।

প্রদর্শনীটিকে এত সুন্দর করে সাজিয়ে ও তুলে ধরার জন্য মুনমুন সেন ও তাঁর মেয়ে রিয়া শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান। মুনমুন সেন বলেন, "যেভাবে মায়ের সিনেমার পোস্টারগুলো প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়েছে তা সত্যিই অভাবনীয়। নতুন প্রজন্মের সামনে সুচিত্রা সেনকে এইভাবে তুলে ধরার জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর কাছে আমার পুরো পরিবার কৃতজ্ঞ। মায়ের জন্মদিন উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে ভীষণ খুশি হয়েছি।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, "মহানায়িকা এখনো আমাদের হৃদয়ে বিশেষ জায়গা দখল করে রয়েছেন। তিনি তার অভিনয়ের মাধ্যমে আমাদের মনে এখনও জীবন্ত।" তিনি আরো বলেন, "গয়না প্রস্তুতকারী সংস্থা হিসেবে আমরা যেমন মানুষের মন জিতে নিতে পেরেছি, তেমনি শুধুমাত্র শোরুমের চার দেওয়ালের মধ্যে আমরা আবদ্ধ না থেকে এ ধরনের নানা উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে চলেছি। এর আগেও ত্রিপুরায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত ছবির পোস্টার নিয়েও একটা প্রদর্শনী করা হয়েছিল। আগামী দিনেও এ ধরনের আরো উদ্যোগ নিতে আমরা বদ্ধপরিকর।"

রাতে বাড়িতে আনার কথা কাশ্মীরে মৃত সিআরপিএফ-এর বঙ্গসন্তানের দেহ

হাওড়া, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : কাশ্মীরে আধা সেনা ছাউনিতে সিআরপিএফ জওয়ান বরুণ দাস নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি করে আত্মঘাতী হয়েছেন, বলে খবর এসেছে হাওড়ায় তাঁর পরিবারে। শনিবার রাতে তাঁর দেহ বাড়িতে আসার কথা। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের এই চরম সংবাদ মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে।নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা নতুন নয়। গত কয়েকবছরে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। কখনও কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে, কখনও নিজের আবাসনেই গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ২০১৯ সাল থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাসেও এই মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী কলকাতা। এবারেও তেমনই এক অভিযোগ উঠেছে কাশ্মীরে আধা সেনা ছাউনিতে।মৃত জওয়ানের নাম বরুন দাস (৪২)। বাড়ি হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের কানুপাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়নগরে। পরিবার জানিয়েছে, তাঁর পদোন্নতি হয়েছে সদ্য। খুশির আবহ পরিবারে। এমন সময় কেন আত্মঘাতী হবেন তিনি ? প্রশ্ন তুলেছে পরিবার। আর এখানেই ধোঁয়াশা।পরিবার সূত্রে খবর, শুক্রবার বাড়িতে হঠাৎ একটি ফোন আসে। তাঁদের জানানো হয় বরুণ দাস নামে ওই সিআরপিএফ জওয়ান নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি করে আত্মঘাতী হয়েছেন। এই খবর আসতেই গোটা পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। পরিবার সূত্রে খবর, ১৯ বছর আগে বরুণ দাস আধা সামরিক বাহিনী সিআরপিএফে যোগদান করেন। ধাপে ধাপে তার পদোন্নতি হয়।দিন চার আগে তিনি হেড কনস্টেবল পদে পদোন্নতি হয়। সেদিন তিনি ছাউনিতে সহকর্মীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেন।

অবৈধ বিলেতি মদ উদ্ধার

● আটের পাতার পর

বিলেতি মদ গুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও পুলিশের অভিযানের খবর পেয়ে দোকান মালিক পালিয়ে যায়। পুলিশের এই অভিযানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় বি.এস.এফ জওয়ানরা। উদ্ধার করা বিলেতি মদের বাজার মূল্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা হবে বলে জানান ওসি। আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানান তিনি।

সিপিএম ছাগলের

● প্রথম পাতার পর

বাগান থেকে সভাস্থল পর্যন্ত বিপ্লব কুমার দেবকে নিয়ে পৌঁছায়। সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে পল্লীমঙ্গল স্কুল মাঠে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, এমডিসি গনেশ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

অস্ত্রের আঘাতে আহত

● প্রথম পাতার পর

তরফে দলীয় কর্মী শম্ভু দেববর্মার বাড়িতে খাবারের আয়োজন করা হয়। সেখানে হামলা করে কাঠিরাম এডিসি ভিলেজের চেয়ারম্যান তথা তিপ্রা মথা দলের স্থানীয় নেতা শঙ্কর দেববর্মার নেতৃত্বে একটি দল। তাদের অনুমতি ছাড়া কেন বিজেপির অনুষ্ঠান করা হলো সেই নিয়ে ঝামেলা শুরু হয় এবং পরে হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ।

একটা সময় শংকর দেববর্মা উত্তেজিত হয়ে ধরা অস্ত্র নিয়ে হামলে পড়ে বিজেপি কর্মীদের উপর। এতে স্থানীয় বিজেপি কর্মী অজয় দেববর্মা, যদু দেববর্মা সহ শম্ভু দেববর্মা নামে একজন আহত হয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যায় পুলিশ এবং নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি শান্ত করা হয় এবং আহতদের উদ্ধার করে জিরানিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়।

জানা গেছে শাসক — শরিক দলের নিজেদের মধ্যে এই হামলা এবং রক্তারক্তি ঘটনা ভোটের মুখে কিছুটা অস্বস্তি তৈরি করেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে শাসকদল বিজেপি এবং তিপরা মথার রাজ্য নেতৃত্ব নিজেদের মধ্যে আলোচনা জারি রেখেছেন বলে খবর।

অভিযোগ তিপরা মথা সুপ্রিমো লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির সাথে আঁতাত করে নিজের বোনকে বিজেপির প্রার্থী করার বিষয় নিয়ে দলের নিচু স্তরে কিছুটা ক্ষোভ রয়েছে। সেই ক্ষোভের কারণেই গ্রাম পাহাড়ে মাঝেমধ্যে মথা কর্মীরা বিজেপির উপর হামলে পড়ছে।

বিরোধীদের অপরাধনামা

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক সন্ত্রাস স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি বলেন ২০১৮ সালের আগে ১১ জন বিজেপি কর্মীকে খুন খতে হয়েছিল। বহু কার্যকর্তার উপর আক্রমণ করা হয়েছিল। কমিউনিস্টদের দ্বারাই এই খুনগুলি সংঘটিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন অতীত জেনে রাজ্যের সাধারণ নাগরিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজেপির পক্ষেই ভোট দেবেন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায়, প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী, ড: অশোক ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা।

মানুষের আর্থসামাজিক

● প্রথম পাতার পর

মানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সকল অংশের মানুষের বিকাশে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন।

নির্বাচনী জনসভায় আরো মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর ৩৭০ ধারা অবলুপ্ত করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আমাদের আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ৩৭০টি আসনের টার্গেট দিয়েছেন। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের পরে কোনও সহিংসতা হয়নি। এতে প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের উপর মানুষ খুশি। এদিকে প্রায় ৫০০ বছর ধরে প্রতীক্ষার পর রাম মন্দিরের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। কারণ তিনি জানেন কিভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ত্রিপুরায় ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য জনজাতিদের সবদিক থেকে শোষণ করেছে সিপিএম ও কংগ্রেস। রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন পর্যন্ত ৭ জন স্বনামধন্য জনজাতি ব্যক্তিত্বকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করেছে। জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেই সম্ভব। আগে আইপিএফটি আমাদের সমর্থন করেছিল। আর এখন তিপ্রা মথা সামিল হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অ্যাক্ট ইস্ট নীতির মাধ্যমে উত্তর-পূর্বের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। উন্নয়নের জন্য শান্তি অপরিহার্য। সিপিএম ও কংগ্রেস ভোটের জন্য জনজাতিদের শোষণ করলেও ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার সামগ্রিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। দীর্ঘ বছর ধরে বাস্তুচ্যুত ব্রু জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে সিপিএম। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে দীর্ঘদিনের এই সমস্যা সমাধান করা হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা এডিসিকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করতে এবং বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী মোদি জনজাতি উন্নয়নের উপর ব্যাপক জোর দিয়েছেন। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সুরক্ষা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের জন্য আমাদের অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সমর্থন করতে হবে। আমাদের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় যে বিপুল সংখ্যক মানুষ সমর্থন করেছে তাতে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদের জয় সুনিশ্চিত।

এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

াঙ্গন

মহিলা ক্রিকেট : চাম্পামুড়াকে হারিয়ে সেমিফাইনালের লক্ষ্যে জুটমিল সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শুধু জয়ে ফেরা নয়। সেমিফাইনালের কথা চিন্তা করে রান রেট যতটুকু বাড়ানো যায়। ঠিক সেই বিষয়টা মাথায় রেখেই জুটমিল কোচিং সেন্টার রবিবারে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার কে হারিয়ে। ৩৪৬ রানের রেকর্ড পরিমাণ স্কোরের ব্যবধানে জয়। খেলা টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের টুর্নামেন্ট। চতুর্থ ম্যাচের মাথায় জুটমিল কোচিং সেন্টার ফের জয়ে ফিরেছে। প্রথম ম্যাচে ব্লাডমাউথ কে ৪৫ রানে হারানোর পর বৃষ্টি বিঘ্নিত দ্বিতীয় ম্যাচ লাল বাহাদুরের সঙ্গে ড্র রাখতে হয়েছিল। তৃতীয় ম্যাচে হারের সম্মুখীন হয়েছিল তরুণ সংঘের কাছে। রবিবারে ৩৪৬ রানের বিশাল ব্যবধানের জয়ের সুবাদে জুটমিল কোচিং সেন্টার কে পয়েন্ট তালিকা সেরাদের মধ্যে স্থান করে দিয়েছে। বামুটিয়ায় তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে রবিবার সকাল ৯ঃ০০ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জুটমিল কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৩৯.২ ওভার খেলে ৩৭৪ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে ইন্দ্র রানী জমাতিয়ার দুর্দান্ত শতক উল্লেখযোগ্য। ইন্দ্র রানী ছিয়াত্তর বল খেলে ১৯ টি বাউন্ডারি ও দুইটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১১২ রান সংগ্রহ করে। তাছাড়া, রুম্পা সিং ৪০ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৭৪ রান পায়।

শিউলি চক্রবর্তী ৩৪ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারি সহযোগে ৬২ রান সংগ্রহ করে।

চাম্পামুড়ার মৌমিতা দে তিনটি, মোনালি শর্মা ও গিয়া মন্ডল দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের ব্যাটার্সরা এতটাই ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়, ২৫.১ ওভার খেলে মাত্র ২৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। নিকিতা দেবনাথ ও শিউলি চক্রবর্তীর বিধ্বংসী বোলিং দাপটে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের মেয়েরা যেন দাঁড়াতে পারেনি। নিকিতা এক রানে এবং শিউলি নয় রানে চারটি করে উইকেট পেয়েছে। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের নিরিখে শিউলি চক্রবর্তী পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব।

সোনামুড়ায় ক্রিকেট : জয় অব্যাহত রাখলো এনসিআই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সোনামুড়ায় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট জমজমাট। রাইহান আহমেদ আরমানের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। তাতে জয় পেলো এন সি আই। ৩২ রানে পরাজিত করলো মেলাঘর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত আন্ত: স্কুল ক্রিকেটে। স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এন সি আই টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেম ৯১ রান করে। দলের পক্ষে রাইহান আহমেদ আরমান ৩১ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। মেলাঘর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পক্ষে শুভপ্রতীক দাস ৭ রানে, দিবাকর দাস ৮ রানে, রাজ দেবনাথ ১১ রানে এবং নীলাশিষ মিদার ১৮ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে ৫৯ রান করতে সক্ষম হয় মেলাঘর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। দলের পক্ষে শুভপ্রতীক দাস ৫১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রান করে।

জাতীয় রেফারি পরীক্ষায় ত্রিপুরার ৩ জনের অংশগ্রহণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় রেফারি পরীক্ষায় অংশ নিতে যাচ্ছেন ত্রিপুরার তিনজন। সেখানে তাঁরা একই সঙ্গে ফিটনেস টেস্টেও অবতীর্ণ হবেন। মূলতঃ ফিটনেস টেস্ট এবং জাতীয় রেফারি পরীক্ষা দিতে মধ্যপ্রদেশ যাচ্ছেন রাজ্যের ৩ জন রেফারি। ১৪-১৭ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশে

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে অপরাজেয় তরুণ সংঘের সেমিফাইনাল নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ১০ উইকেটে দুর্দান্ত জয়। এই জয়ের সুবাদে তরুণ সংঘ অনেকটা এগিয়ে। এক কথায় অপরাজয়ের ধারা অক্ষুণ রেখে তরুণ সংঘ সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। প্রথম ম্যাচে লাল বাহাদুর কে ৩০ রানে এবং তৃতীয় ম্যাচে জুট মিল কোচিং সেন্টার কে ৯৩ রানে হারানোর পর রবিবারে জয় পেয়েছে ১০ উইকেটে মৌচাক কে হারিয়ে। মাঝে অবশ্য চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের সঙ্গে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ করে নিতে হয়েছিল। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে তরুণ সংঘ প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। মৌচাক ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেলে কি হবে, চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতায় দল সাকূল্যে ১৫ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। তরুণ সংঘের প্রিয়াঙ্কা সাহা সাত রানে একাই ছয়টি উইকেট তুলে নিয়ে মৌচাকের শিবির পুরোটা ভেঙ্গে দেয়। ঝুমকি দেবনাথ ৬ রানে তিনটি এবং সুলক্ষানা রায় বিনা রানে একটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তরুণ সংঘ ১০ বল খেলে কোনও উইকেট না হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে প্রিয়াঙ্কা পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব।

ডিভাইন কালচারাল হাব আয়োজিত আর্ম রেসলিং প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় শনিবারে আগরতলায় এক আর্ম রেসলিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূলত: ডিভাইন কালচারাল হাব-এর রামনগরস্থিত সেন্টারের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যাশিত সংখ্যক প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় জুনিয়র বিভাগে সিদ্ধার্থ দেববর্মা এবং সিনিয়র বিভাগে জয়দীপ কলই চ্যাম্পিয়ন ট্রফি পেয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ওয়ার্ল বডিবিল্ডিং এন্ড ফিজিক ফেডারেশনের আন্তর্জাতিক জাজ তথা ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট তনয় দাস বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীদাস এই ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন করায় আয়োজক সাগ্নিক দেব এবং তার পুরো টিমের সকলকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানান। উদ্যোক্তাদের ভূয়ষী প্রশংসা করে রাজ্যের সকল স্পোর্টস ইউনিট দের এরকম প্রতিযোগিতার মাধ্যমে খেলোয়ারদের উৎসাহিত করার আহবান করেন।

সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে ৩ মাঠে ৬ ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকাল তিন মাঠে ছটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। আগামীকাল সকাল বিকেল মিলিযে হবে ৬ টি ম্যাচ। সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়। পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে সকাল সাড়ে ৮ টায় ইউ বি এস টি খেলেব হার্ভে ক্লাবের বিরুদ্ধে, দুপুর ১ টায় ব্লাডমাউথ খেলবে জে সি সি-র বিরুদ্ধে, এম বি বি স্টেডিযামে সকাল সাড়ে ৮ টায় ইউনাটেড ফ্রেন্ডস খেলবে শতদল সঙ্ঘের বিকরুদ্ধে,দুপুর ১ টায় কসমোপলিটন ক্লাব খেলবে চলমান সঙ্ঘের বিরুদ্ধে, টি আই টি মাঠে সকালে স্ফুলিঙ্গ খেলবে পোলস্টারের বিরুদ্ধে এবং দুপুরে সংহতি খেলবে ও পি সি-র বিরুদ্ধে। আজ ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে ইউ বি এস টি, জে সি সি, ইউনাটেড ফ্রেন্ডস, কসমোপলিটন, স্ফুলিঙ্গ এবং সংহতি ক্লাব। জে সি সি এবং ইউনাটেড ফ্রেন্ডস আপাতত পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে রয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ভোটারদের সচেতন করতে আগরতলায় সাইকেল র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। সিস্টেমেটিক ভোটার্স অ্যাডুকেশন অ্যাণ্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন কর্মসূচিতে ভোটারদের সচেতন করতে আজ উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণে 'সাইক্লোথন ফর ডেমোক্রেসি, রাইড টু ভোট' শীর্ষক সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় এই র‍্যালির আয়োজন করে। মুখ্যসচিব জে কে সিনহা এই সাইকেল র‍্যালির সূচনা করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল, ১-ত্রিপুরা পশ্চিম লোকসভা আসনের সাধারণ পর্যবেক্ষক বিবেক এল ভিমানওয়ার, সাধারণ পর্যবেক্ষক ভূপেশ চৌধুরী, ব্যয় নির্বাহক পর্যবেক্ষক প্রদীপ শর্মা, পুলিশ পর্যবেক্ষক রাম কুমার, পুলিশ পর্যবেক্ষক ড. আর শিবকুমার, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক উসা জেন মগ, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক ডা. বিশাল কুমার, অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রশান্ত বাদল নেগি, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ড. কিরণ কুমার কে, এআরও সজল বিশ্বাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, অলিম্পিয়ান তথা সিস্টেমেটিক ভোটার্স অ্যাডুকেশন অ্যাণ্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশনের আইকন পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা উদ্যোক্তাদের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচন এবং ৭-রামনগর বিধানসভার উপনির্বাচনকে সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য সব রকমের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি ভোটারদের উৎসবের মেজাজে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে এ রাজ্যের ভোটাররা অধিক সংখ্যায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অনুষ্ঠানে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল বলেন, আগামী ১৯ এপ্রিল ১-ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় আসনে, ৭-রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে এবং ২৬ এপ্রিল ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় আসনের নির্বাচনে অধিক সংখ্যক ভোটার যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন এ উদ্দেশ্যেই এই সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের অ্যাসিস্টেন্ট কালেক্টর চারু ভার্মা। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ আগরতলা সাইক্লোহিক ফাউণ্ডেশনের কর্ণধার গোপেশ দেবনাথের হাতে ট্রফি ও ৪ জন সাইক্লিস্টের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠান শেষে ব্যাণ্ড সহযোগে এই সাইকেল র‍্যালি উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়। এই র‍্যালি আগরতলা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে পুনরায় উমাকান্ত একাডেমি মাঠে এসে সমাপ্ত হয়।

আশীষ সাহার নেতৃত্বে রোড শো ও পথসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে শাসক এবং বিরোধী উভয় দল নির্বাচনের প্রচার আরো তেজি করছে। রবিবার পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ইন্ডি জোটের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহার সমর্থনে এক রোড শো এবং পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহার সমর্থনে রবিবার এক রোড শো ও পথসভা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মিছিলটি জিরানিয়া, মান্দাই, খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে এই রেলিটি। এদিন খয়েরপুর বাজারে অনুষ্ঠিত পথসভায় উপস্থিত ছিলেন লোকসভা পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের মনোনীত প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা, প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, প্রাক্তন বিধায়ক সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা বলেন, মানুষ পরিবর্তন চাইছে। তাই ইন্ডিয়া জোটের পক্ষেই মানুষ ভোট দান করবে। প্রচারে ব্যাপক সাড়া মিলছে। তিনি বলেন, সারা দেশে আজ এক আরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে আছে। এর থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে। আরো অভিযোগ তুলে বলেন শাসন ক্ষমতায় বসে হিংসারকে কায়েম করে চলেছে বিজেপি। এদিন পথসভায় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল বেশ লক্ষণীয়।

মেয়ের হাতে রক্তাক্ত পিতা থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ এপ্রিল।। সামাজিক অবক্ষয়ের ঘটনা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। এ ধরনেরই এক সামাজিক অবক্ষয়ের ঘটনা ঘটেছে কৈলাসহর থানা এলাকায়। ঘটনাটি কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দেবস্থল কলাছড়া ৪নং ওয়ার্ড এলাকায় মেয়ের হাতে রক্তাক্ত হয়েছেন পিতা। উক্ত বিষয় নিয়ে রবিবার দুপুরবেলা কৈলাসহর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় ওই এলাকার বাসিন্দা সুবলা উরাং রবিবার দুপুরবেলা উনার স্ত্রীর সাথে কোন এক বিষয় নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হন। ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে উনার মেয়ে পরমিলা উরাং। তখনই সে তার পিতা সুবল উরাংকে একটি কাঠের টুকরো দিয়ে মাথার মধ্যে আঘাত করতে থাকে। যার ফলে সুবলা উরাংয়ের মাথা ফেটে যায় এবং উনার মাথার মধ্যে গুরুতরভাবে আঘাত লাগে।

সুবলা উরাং প্রায় সময়ই আকণ্ঠ মদ্যপান করেন বলে তিনি নিজেই জানান। পাশাপাশি উনার স্ত্রী এক যুবকের সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত বলেও তিনি অভিযোগ করেন। সুবলা উরাং রবিবার দুপুরবেলা কৈলাসহর থানায় উনার মেয়ে পরমিলা উরাংয়ের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংয়ের সহধর্মিণী প্রয়াতা লক্ষ্মী সিংয়ের শবদেহ রবিবার আগরতলায় পৌঁছালে আমি তাঁর পার্থিব দেহের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির ও র‍্যালি সংগঠিত খোয়াইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৭ এপ্রিল ।। রবিবার খোয়াইয়ে এক স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির ও রেলি সংগঠিত হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীর সহ সমাজের বিভিন্নস্তরের মানুষ এই সচেতনতা শিবির ও রেলীতে অংশগ্রহণ করেন। খোয়াই মহকুমা আইন সেবা কর্তৃপক্ষ কমিটির উদ্যোগে খোয়াই জেলা হাসপাতালের সহযোগিতায় খোয়াইতে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন করা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে রবিবার অনুষ্ঠানের শুরুতে রিসোর্স পার্সন ডঃ শরদিন্দু রিয়াং , জেলা হাসপাতালের ডঃ শ্রীমতি মালবিকা দেববর্মা, জেলা হাসপাতালের অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী, আশা কর্মী, অঙ্গনওয়ারী ওয়ার্কার ও খোয়াই মহকুমা আইন সেবা কমিটির আইনি সেচ্ছাসেবক অমর চন্দ্র দাসের উপস্থিতিতে খোয়াই জেলা হাসপাতাল থেকে এক স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক রেলী বের করা হয়। খোয়াই শহর পরিক্রমা করে।

রেলীটি শহর পরিক্রমা করার পর খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বি. আর. সি. হলে সকলকে নিয়ে এক সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের ওটরিয় ও ফুলের তুরা দিয়ে বরন করে নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা তথা রিসোর্স পার্সন ডঃ শ্রী শরদিন্দু রিয়াং উনার আলোচনায় বলেন প্রতি বছর ৭ ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন করা হয়। এই বছর তথা ২০২৪-র বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস এর থিম হল - আমার স্বাস্থ্য, আমার অধিকার এবং এই থিম এর তাতর্য তুলে ধরেন।

তাছাড়া সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প তথা আয়ুসমান ভারত, প্রধান মন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরবর্তী বক্তা তথা আইনি সেচ্ছাসেবক শ্রী অমর চন্দ্র দাস তার আলোচনায় বলেন আজ সারা বিশ্বের সাথে ভারতবর্ষ তথা আমাদের রাজ্যও যথেষ্ট উতাহের সাথে এই দিনটি পালন করা হচ্ছে। হো - আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন করার মধ্য দিয়ে প্রতিটি মানুষকে নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়াস করে থাকেন।

তাদের উদ্দেশ্য হল প্রতিটি মানুষই যেন নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়। তাছাড়া খোয়াই মহকুমা আইন সেবা কমিটি কিভাবে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের জন্য নিরলস কাজ করে চলেছে তা তোলে ধরেন। সমাজের সকল অংশের মহিলা, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তিরা, তফশিলি জাতি - উপজাতি সব ধরনের মানুষের জন্য বিনামূল্যে বিভিন্ন আইনি পরামর্শ ও সহযোগিতার ব্যবস্থা করে ।তিনি আরো বলেন বর্তমান সমাজে বাল্যবিবাহ ও গারহস্থ্য হিংসার মত বিষয় গুলো আজও সমাজকে কলুষিত করে চলেছে। তাই এই সকল অপরাধ বন্ধ করতে হলে সবার প্রথমে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে।

সচেতনতাই এই সকল অপরাধ বন্ধ করার একটি উন্নত চাবিকাঠি। সবশেষে জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থেকে শ্রী রামকৃষ্ণ মাল্যবর্মন মহোদয় উনার আলোচনায় আজকের দিনের গুরুত্ব তোলে ধরে তিনি বলেন, প্রতিটি মানুষ নিজের অজ্ঞানতায় ও অসাবধনতার জন্য আজ নানা ধরনের রোগের সম্মুখীন হতে হয়। তাই সচেতনতাই হলো বেরিয়ে আসার একটি বড় হাতিয়ার।

ভোটের মরশুমেও চুরির ঘটনা অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ এপ্রিল ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে জনমণে সংশয় ক্রমশ বাড়ছে। ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে ধর্মনগর থানার ১০০ মিটারের মধ্যে কৃষ্ণনাথ লেনে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ভাস্কর সেনগুপ্ত বাড়িতে যেভাবে চুরির ঘটনা ঘটলো তাতে হতভাগ ধর্মনগর বাসীরা। বলা যায় ধর্মনগর শহরের নাকের ডগায় কৃষ্ণনাথ লেনে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ভাস্কর সেনগুপ্ত তার পরিবারকে নিয়ে বিশেষ কাজে আগরতলা রয়েছেন এই সময় অন্য একজনকে বাড়ি দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন। যাকে বাড়ি দেখাশোনার দায়িত্বে রেখেছেন তিনি প্রতিদিন নিজের স্কুটি বাড়িতে রেখে তালা দিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে যান এবং প্রতিদিন সকালে এসে তালা খুলে স্কুটি বের করে নিজের কাজে বের হয়ে যান।

প্রতিদিনকার মতো রবিবার সকালে তালা খুলে স্কুটি নিতে গিয়ে কিছু অসঙ্গতি দেখে উনার সন্দেহ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবৈধ বিলেতি মদ উদ্ধার, পলাতক দোকান মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, করবুক, ৭ এপ্রিল ।।লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে করবুক মহকুমার মন্দিরঘাট বাজারে একটি দোকানে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে বিলিতি মদের বোতল উদ্ধার করতে সক্ষম হয় নতুন বাজার থানার পুলিশ। তবে দোকান মালিক দেবমোহন ত্রিপুরা পলাতক বলে জানা যায়। নতুন বাজার থানার ওসি সুবিমল বর্মন জানান লোকসভা নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে আরক্ষা প্রশাসন। যার অঙ্গ হিসেবে শনিবার সন্ধ্যায় ছয়টা নাগাদ গোপন সূত্রের ভিত্তিতে মন্দিরঘাট বাজারে দেবমোহন ত্রিপুরার দোকানে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোট ২৫০ বোতল বিলেতি মদ উদ্ধার করা হয়। অবৈধভাবে মজুদ করে রাখা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুষ্ঠ নির্বাচনের লক্ষ্যে ধলাই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৭ এপ্রিল।। লোকসভা নির্বাচন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রশাসনের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সবকটি রাজনৈতিক দলকে নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক করা হচ্ছে।

এর অঙ্গ হিসেবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন সুষ্ঠ, সুন্দর এবং নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষে জেলার আরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে রবিবার কমলপুর থানার কনফারেন্স হলে মহকুমার সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই, কমলপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক আয়ুষ শ্রীবাস্তব সহ কমলপুর, সালেমা ও কচুছড়া থানার ওসি গন।

তাছাড়া, সর্বদলীয় বৈঠকে বিজেপি, সিপিআইএম, কংগ্রেস, তিপ্রা মথা,সিপিআই, আমরা বাঙ্গালী, ফরোয়ার্ড ব্লকের মহকুমার নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। সর্বদলীয় বৈঠকে বিরোধীরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি করেন ভোটাররা যাতে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে, নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখা, প্রতিটি বুথে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা, যেকোন রাজনৈতিক দল আনন্দ করতে গিয়ে শব্দ বাজি যাতে পথচারীদের উপর ফেলে না দেয় এসব বিষয়ের উপর কড়া নজরদারি রাখতে হবে।

সর্বদলীয় বৈঠকে ধলাই জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র চৌধুরী আশ্বাস দিয়ে বলেন, আগামী ২৬ এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোট। এরজন্য মহকুমার তিনটি থানা কমলপুর, সালেমা ও কচুছড়া থানার অধীন রাজনৈতিক দল গুলিকে নিয়ে কমলপুর থানার কনফারেন্স হলে সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করা হয়। ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন অনুসারে অবাদ, নিরপেক্ষ সুষ্ঠভাবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর জেলা চষে বেড়াচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ এপ্রিল।। শাসকদল বিজেপি পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনেও ভোট প্রচারে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। এবার যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রে বাড়ি বাড়ি প্রচারে অংশ নিলেন পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনের প্রার্থী মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা। ৫৫ বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের কমিউনিটি হলে একটি সাংগঠনিক বৈঠক সম্পন্ন করে পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনের প্রার্থী মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা সোজা চলে আসেন যুবরাজ নগর বিধানসভা কেন্দ্রের হাফলং এর চিন্তা লোহার ভবনে। সেখানে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রার্থীর সাথে ছিলেন যুব কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রী টিংকু রায়, প্রদেশ ওবিসি মোর্চার সহানেত্রী মলিনা দেবনাথ, উত্তর জেলা বিজেপির সভাপতি কাজল দাস সহ জেলার এবং মন্ডলের বিভিন্ন নেতা-নেত্রীবৃন্দ। হাফলং চিন্তা লোহার ভবনে সাংগঠনিক বৈঠকের পর হাফলংয়ের চা বাগানের ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিলিত হন পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনের প্রার্থী এবং মানুষের সম্মতি ক্রমে মোদীজির স্টিকার বিতরণ করেন।

মন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির রামনগর কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থীর সমর্থনে যুব মোর্চার র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। রাজ্যের দুটি কেন্দ্রে লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি ৭রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রতে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তার প্রস্তুতিও চলছে জোর কদমে। রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী দীপক কুমার মজুমদারকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে রেলি সংঘটিত করেছে যুব মোর্চা। রেলিকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মী সমর্থক সহ এলাকার ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

রবিবার সকালে ভারতীয় জনতা পার্টির ৭রামনগর মন্ডলে যুব মোর্চার পক্ষ থেকে বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এই বাইক র‍্যালি থেকে এলাকার বিজেপি মনোনীত প্রার্থী দীপক মজুমদারকে জয়যুক্ত করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর উপস্থাপনা - 'সুচিত্রা'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। ৬ এপ্রিল ছিল বাংলা সিনেমা জগতের মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের ৯৪ তম জন্মদিন। সুচিত্রা সেন, বাংলা চলচ্চিত্র জগতে এক অবিস্মরণীয় নাম। যিনি নিজের অভিনয় দক্ষতা, নৈপুণ্য ও এক অনন্য ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে নিজেকে চিরদিনের জন্য স্বতন্ত্র করে রেখে দিয়ে গিয়েছেন। বাংলা সিনেমা জগতকে যিনি দিয়েছেন একের পর এক কালজয়ী ছবি। সেই মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের জন্মদিনকে বিশেষভাবে উৎযাপন করতে এক বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। সঙ্গে পেয়েছিল কলকাতার পোস্টার বয় হিসাবে পরিচিত বিশিষ্ট ভিন্টেজ ফিল্ম পোস্টার ও ফিল্ম পাবলিসিটি মেটেরিয়াল কালেক্টর সুদীপ্ত চন্দকে।

৬ এপ্রিল উপলক্ষে কলকাতার আইসিসিআর - এর অবনীন্দ্রনাথ গ্যালারিতে এক বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও সুচিত্রা- কন্যা মুনমুন সেন, রিয়া সেন, শিভম তিওয়ারি, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা, সুদীপ্ত চন্দ ও সুরজিত কলা। এই প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে সুচিত্রা সেনের অভিনীত ছবির অরিজিনাল পোস্টার। এছাড়া রয়েছে ছবির বুকলেট, গানের বই। সুচিত্রা সেন জীবনে একবারই গান রেকর্ড করেছিলেন। সেই রেকর্ডটিও এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ম্যাগাজিন, কভার বিজ্ঞাপন, ফিল্ম স্টিলস। সব মিলিয়ে সুচিত্রাময় স্মৃতি। তাই এই প্রদর্শনীর নাম রাখা হয়েছে 'সুচিত্রা'। মহানায়িকার জন্মদিনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি ছামনু মন্ডল কমিটির উদ্যোগে নির্বাচনী বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ।। পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতির সংরক্ষিত আসনে বিজেপির ভোট প্রচার ক্রমশ চাঙ্গা হচ্ছে। বিগত নির্বাচনের চেয়েও এবারের নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীকে অধিক ভোটের ব্যবধানে জয়ী করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস জারি রয়েছে।

বিজেপি ছামনু মন্ডল কমিটির উদ্দ্যোগে ছামনু মোটরস্ট্যান্ডে পুর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের বিজে পি প্রার্থীর সমর্থনে এক নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিজেপি প্রার্থী এবং প্রদুৎ কিশোর দেববর্মনের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও অনিবার্য কারণবশত উপসিত ছিলেন না। প্রদুৎ কিশোর ও প্রার্থী নির্বাচনী সভায় উপসিত না থাকার কারনে তিপরা মথার কোন নেতাকে মঞ্চে দেখা যায়নি। এই নির্বাচনী সভায় মন্ত্রী রতনলাল নাথ, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা এবং মন্ডল

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।